প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৫৬

মুদ্রাকর—
শ্রীঅত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবেষক প্রেস
২৩ নং ডিকসন লেন, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদ

প্রিয়বরেষু,

"পলাশীর পরে" নামের তোমার ঐতিহাসিক নাটকখানি পড়লুম। আমিও আশীর পরের লোক, পড়বার মত দর্শনশক্তি আর নেই। তারপর তোমার বইয়ের নামটি আমাকে চমকে দেয়। ও অপয়া নাম আবার কেন? সেইতো আমাদের পথে বসিয়েছে, কাঙাল করেছে, এ দুর্দ্দিনের সূচনা তো তা হতেই। অদৃষ্টের এ পোড়া পরিহাসের ইতিহাস পড়বার সময় আমার নেই। কিন্তু প্রথম দৃশ্যটি পড়বার পর সবটা পড়তেই হ'ল, নূতন কিছু পেলুম। পাঠান্তে ডায়ারীতে যেটুকু লিখে রাখলুম—সেইটুকুই পাঠাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত অজয় দাশগুপ্ত ভায়ার লেখা "পলাশীর পরে" বলে ঐতিহাসিক নাটকখানি পড়বার পর, আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ভায়াদের কাছে একটা নিবেদন জানাতে স্বতই ইচ্ছা হয়, তাঁরা যদি পূর্ব্ব প্রচলিত কল্পিত স্বার্থপুষ্ট কথাগুলিকে প্রমাণ সাহায্যে যথার্থ সত্যের রূপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পান, তাহলে আমাদের সাহিত্য সেবা সার্থক হয়। পরাধীনদের অনেক অসত্যই নীরবে বহন করতে হয়। বছরে দু'একখানি পুস্তকও যদি এভাবে বাঙ্ময় হয়ে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে সাহায্য করে—ইতিহাস-গুলার ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

নাটকটি অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জ্জিত। লেখক স্বপ্নগুলির সাহায্য নিয়ে বইখানিকে চিত্তাকর্ষক ও সুপাঠ্য করেছেন।

আমার শরীর আর সুস্থ থাকে না ভাই, অবশ্য নালিশও নেই। এখন যে কদিন থাকা, এভাবেই। তোমরা ভাল থাক—আনন্দে থাক এই প্রার্থনা করি। তোমার চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার আমাকে যথেষ্ট আনন্দ ও আশা দিলে।

শুভাকাঙ্খী—

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিমত

PALASIRPARE—The central piece of this historical drama is Mirkasim. Mr. Das Gupta has assimilated the available historical data and breathed life into the dead past. The vividly written drama, which is eminently fit for presentation on the stage, should certainly be widely read with pleasure and profit.

Amrita Bazar Patrika.

নবাব মীর কাসিমের ঘটনা অবলম্বনে "পলাশীর পরে" নাটকখানি লেখা। কোনরূপ কল্পনার সাহায্য না নিয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে নাটক লেখার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে নাট্যকারের লিপিকুশলতায়।

যুগান্তর,

অতি সুন্দর ও সাবলীল গতিতে নাটকটীর উত্থান পতন নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় দেশাত্মবোধাত্মক নাটকের বহু প্রয়োজনই আছে।

নবযুগ

নাটকটিতে দেশপ্রেমের ও পরাধীনতার জ্বালার অভিব্যক্তি আছে।

বসুমতী

বিদেশী শাসন-শোষণে নিপীড়িত জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর নিকট এই বইখানি যে আদৃত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। টেকনিকের দিক দিয়া এর নূতনত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সোনার বাংলা

দৃশ্যাবলীর সংস্থানে নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এবং সংলাপ রচনায় লেখক নাট্যজগতে নবাগত হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য নাটকখানি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে লেখক কল্পনার রং ফলাইয়া ইতিহাসকে বিকৃত করেন নাই।

ভারত

নাটকের চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত হইয়াছে তেমনি নাট্য-রসও অব্যাহত আছে।

কৃষক

"পলাশীর পরে" ঐতিহাসিক নাটক, বাংলার নবাব মীরকাশিমের জীবনী অবলম্বনে রচিত। দেশাত্মপ্রেম ও বাংলার জন্য একান্ত মমতা-বোধ নাটকখানির প্রধান উপজীব্য। দেশপ্রেমিক মাত্রেই বইখানি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন।

আনন্দবাজার

নিবেদন

কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে বাঙলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় নবাব মীরকাশেমের আপ্রাণ প্রচেষ্টাই নাটকের মূল বিষয়। "পলাশীর পরে"র মীরকাশেম খাঁটি বাঙালী, প্রকৃত ইতিহাস অবলম্বনেই তা অঙ্কনের চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য্য কতটুকু হয়েছি জানিনা, তবে ইতিহাসকে ইতিহাসই রেখেছি—কাল্পনিক চরিত্র দ্বারা ভারাক্রান্ত করিনি।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অনভিনীত নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও "পলাশীর পরে" নাট্যামোদিদের স্নেহ-সহানুভূতি লাভে সক্ষম হওয়ায় আমি ধন্য। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে, তৃতীয় অঙ্ক নূতন করে লিখেছি।

নাটকের গানগুলি শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুগল দত্তের রচিত, প্রচ্ছদ পটের পরিকল্পনা শ্রীজগদীশ দাসের, ব্লকের জন্য "দি ঈগল লিথোগ্রাফিং কোম্পানীর পরিচালক শ্রীহৃষীকেশ দাসের নিকট আমি ঋণী, নাটকের নামকরণ করেছেন বন্ধু সন্তোষ দাস। আরো বহু বন্ধু বহুভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে গ্রন্থ-রচনায় যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করেছি সেইসব ঐতিহাসিকদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা বিজড়িত নমস্কার জানাই। সকলের কাছেই আমি ঋণী রইলাম। ইতি।

বিনীত—

শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

স্বদেশের স্মরণীয় যাঁরা

তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

প্রণাম করি।

"অজয়"

চরিত্রলিপি

পুরুষ

মীরকাশেম

আলি ইব্রাহিম

মহম্মদ আস্থর

গর্গিন

মীরজাফর

নিজামদ্দৌলা

জগৎশেঠ

রাজবল্লভ

রায়দুর্লভ

কৃষ্ণচন্দ্র

নন্দকুমার

খোজা পেত্রু

ভ্যান্সিটার্ট

হলওয়েল

সৈন্যগণ, গ্রামবাসী, প্রহরী, ইংরাজদূত, সমরু ইত্যাদি—

স্ত্রী

লুৎফন্নিসা

জিন্নতমহল

মণি বেগম

জনৈকা রমণী, নর্ত্তকী ইত্যাদি

প্রস্তাবনা

ওরে—বাঁধন খুলে দে।
আজো কিরে হায় আঁধার কারায়
মায়েরে রাখিবি বেঁধে।
কারে বাঁধিতে বাঁধিলি কারে
অন্ধ হ'লিরে মোহ আঁধারে,
আকাশ নয়নে করুণার জল
বাতাস গুমরি কাঁদে।
এখনো সময় আছেরে শোন্
ওরে অবোধ শিশুর দল,
ক্ষমা যদি চাস্ খুলে দে বাঁধন
জড়া মায়ের চরণতল,—
লুকায়ে যারা রহিবে আজ,
তাদের মাথায় হানিবে বাজ,
দুর্ব্বার বেগে আসিছে প্রলয়
ঘোষিছে বজ্র-নিনাদে।

পলাশীর পরে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খোসবাগ কাল—শেষ রাত্রি

[অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ভাগীরথী তীরস্থিত কয়েকটি সমাধি-মন্দির দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে সিরাজের ছায়ামূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল]

আমার অপরাধ! আমি বিশ্বাস করেছিলাম মুসলমানের কোরাণ স্পর্শের শপথ, ফিরিঙ্গির বাইবেল চুম্বন, আর হিন্দুর ধর্ম্মের দোহাই। মাত্র এই অপরাধে—বাংলার স্বাধীনতা গেছে, তামাম হিন্দুস্থান শৃঙ্খলিত হ'তে চলেছে।

দাদু সাহেব, নবাব আলিবর্দ্দী, তোমার সিরাজ তোমার মসনদের অমর্য্যাদা করেনি। কিন্তু একা কি করবে তোমার হতভাগ্য সিরাজ, তার দুই ভুজে কতটুকু শক্তি দাদু? তুমি দিয়েছিলে দাদুসাহেব বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ আর চারপাশে রেখে গিয়েছিলে, বেইমান কু-চক্রীর দল।

তোমার উপদেশ আমি ভুলি নাই—তবুও ফিরিঙ্গি-বণিকের সমস্ত অন্যায় আবদার মাথা পেতে নিয়েছিলাম। আলিনগরের সন্ধিতে লোভী বেণিয়ার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিনি।

সে কি তাদের পরাক্রমে ভীত হয়ে? না, না, তা নয়, তা নয়। সেদিন এই সিরাজদ্দৌলার নিমেষের ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিপাতে, বামহস্তের তর্জ্জনী মাত্র হেলনে, ওয়াটস্-ক্লাইবের সমস্ত বীরত্ব ভাগীরথী-গর্ভে চির সমাধি লাভ করত। সন্ধি করেছিলাম প্রজার মঙ্গল কামনায় সন্ধি করেছিলাম রাজধর্ম্ম রক্ষায়। ফিরিঙ্গি-বণিক সভ্য কি না, তাই সন্ধি শেষে যুদ্ধ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আমার অপরাধ—বাইবেল আর খৃষ্টের দোহাই আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি।

বলতে পার দাদুসাহেব, জৈন-জগৎ শেঠ, মুসলমান—মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, ব্রাহ্মণ—নন্দকুমার, সুদখোর উমিচাঁদের চক্রান্ত ছিন্ন করা একাকী সিরাজের পক্ষে কতটুকু সম্ভব? ইংরাজ ওয়াটস, রমনীর অবগুণ্ঠনে—যদি তোমার পরমাত্মীয় মীরজাফরের হারেমে আশ্রয় পায়, জাফরআলি যদি পবিত্র কোরাণ স্পর্শ ক'রে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ ডেকে আনে—তবে, সিরাজ কোন্ অপরাধে অপরাধী?

পলাশীর যুদ্ধশেষে ধনাগার নিঃশেষ করে সেনাদলকে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ভাগ্যদোষে দাদুসাহেব, তোমার ভক্ত সেনাদল অর্থ লুণ্ঠন শেষে একে একে পলায়ন করলো, বল, এও কি হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার অপরাধ?

বিদেশীর ইতিহাস বলে আমি অর্থ-পিপাসু, উচ্ছৃঙ্খল, বাংলার কাব্যে আমার স্থান আরও উর্দ্ধে—আমি সুরাপায়ী, কামান্ধ নরপশু। অথচ আমার বৎসরকাল রাজত্বের সব সময়টুকু কেটেছে,, হয় রণস্থলে, না হয় বিদ্রোহ দমনে—বাংলা বিহারের পথে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে।

হোসেন কুলি—হোসেন কুলির হত্যা যদি অপরাধ? তার জন্ম আমার দুঃখ নেই অনুশোচনা নেই। খোদা, জন্ম জন্ম যেন আমি এই অপরাধে অপরাধী হতে পারি।

হে আমার ভবিষ্যৎ বাংলার প্রাণবান্ হিন্দু-মুসলমান, যদি কোন দিন আমার স্বল্প রাজত্বের জীর্ণ ইতিহাস তোমাদের চোখে পড়ে, যদি বিচার কর, দেখবে ভাই সব, আমার জন্মভূমি বঙ্গজননীকে আমি বিদেশীর পদতলে নিক্ষেপ করিনি বিক্রয় করিনি, বিক্রয় করতে চাইওনি। [ক্ষণকাল পরে]—লুৎফা—লুৎফা—।

কে? কে? ও তুমি? মহম্মদীবেগ। আমার বন্ধন মোচন করতে এসেছ বন্ধু? এস, এস আমায় মুক্ত কর। একি! চোখে তোমার ক্রূর পৈশাচিক দৃষ্টি, হাতে শাণিত তরবার! তবে তুমি আমায় বধ করতে চাও মহম্মদীবেগ? কিন্তু কেন? কেন? না, না, আমি বাঁচতে চাই না বাঁচতে পারি না। আমি প্রস্তুত, এসো মহম্মদীবেগ, না, দাঁড়াও—জীবনের শেষ প্রার্থনা খোদাতালার......
—ওঃ হো হো—।

[আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। ক্ষীণ উষালোকে দেখা গেল সিরাজের সমাধি পার্শ্বে সিরাজ-মহিষী লুৎফন্নিসা নিদ্রামগ্না, স্বপ্নঘোরে লুৎফন্নিসা বলিয়া উঠিলেন—]

দোহাই তোমার, মুখের অন্ন ত্যাগ করোনা, দুদিন অভুক্ত তুমি—। না না পালাও—পালাও।　　[লুৎফান্নিসার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল]

স্বপ্ন, সেই সর্ব্বনাশা দিনের স্মৃতি-স্বপ্ন। [সমাধির নিকট যাইয়া]

প্রভু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা তোমার অভাগিণী লুৎফাকে তোমার কাছে টেনে নাও, এ দুর্ব্বহ জীবনের অবসান কর, আমায় মুক্তি দাও প্রভু।

[লুৎফা সমাধি-লগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে প্রভাত আলোক ফুটিয়া উঠিল।]

না, আমি কাঁদবনা, কাঁদতে তো আমি পারি না। তুমি বেহেস্তে গেছ প্রভু, আমার অশ্রুজলে তোমায় ব্যথা দিতে চাই না। তোমার শান্তি অক্ষুণ্ণ হোক।

ঘুমাও, ঘুমাও প্রভু। ঘুমাও জন্মভূমির স্নেহ-শীতল কোলে। জীবনে একদিনও শান্তি পাওনি, ঘরে—বাইরে, আত্মীয়—অনাত্মীয়, স্বদেশী—বিদেশীর ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলে—ঘুমাও, ঘুমাও প্রভু।

কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই জনাব, মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে কিন্তু সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে—হীরাঝিল, তখ্‌ত মোবারক, তারপর চোখের সামনে ফুটে ওঠে তোমার সাধের মুর্শিদাবাদ, তুমি যেন কলকাতা জয় করে ফিরে আসছ, কানে এসে বাজে তোমার বিজয় বাদ্যের স্বর তোমার জয়ধ্বনি। তারপর—তারপর—[লুৎফন্নিসা দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।]

সাথী নেই, সঙ্গী নেই, সৈন্য নেই—সঙ্গে মাত্র আমি আর শিশুকন্যা, চোরের মত রাত্রির অন্ধকারে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে চললাম। স্পষ্ট যেন দেখি—রাজ মহলের সেই ফকিরের আস্তানা।......

[লুৎফার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল হৃদয়াবেগে বাক্য রুদ্ধ হইল]

বেইমান কাশেম আলি তোমায় বন্দী করলো—পরে রইলো তোমার মুখের অন্ন। করজোড়ে মিনতি জানালাম, খুলে দিলাম সমস্ত অলঙ্কার তবু—তবু দুর্ব্বৃত্ত নফর কাশেম আলি তোমায় শৃঙ্খলিত করে নিয়ে গেল, সেই শেষ দেখা। [কিছুক্ষণ পর।]

আজ তুমি সমস্ত বাদ—বিসম্বাদের ঊর্দ্ধে, হয়তো এই সব বেইমানদের তুমি ক্ষমা করেছ, কিন্তু আমি? আমি এদের ক্ষমা করবনা,

আমি এদের ক্ষমা করতে পারিনা—পারিনা। আমি এদের অভিশাপ দেব, যতদিন বাঁচবো, ততদিন—প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমি বেইমানদের অভিশাপ দিয়ে যাবো। হে দীন্ দুনিয়ার মালিক সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালাহ—তুমি, তুমিও যেন ক্ষমা করোনা,—ভুলে যেওনা পলাশীর বেইমানদের, ভুলে যেওনা—পলাশীর বেইমানী—পলাশীর নিমক হারামি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদে মীর কাশেমের কক্ষ।

জগৎশেঠ ও মীরকাশেম কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন।

জগৎ। অর্থের ভার রইল আমার, আপনি, শুধু শাসন-দণ্ড গ্রহন করুন।

মীর। অর্থবলই সব নয় শেঠজি.....

জগৎ সিপাহী-সেনা আপনারই অনুগত।

মীর। কিন্তু আমার বিবেক—?

জগৎ। রাজনীতিতে সব সময় বিবেকের শাশন মেনে চলা কি সম্ভব ? বিশেষতঃ যখন অক্ষম অশক্ত শাসনে দেশ উৎসন্নে যেতে বসেছে।

মীর। কিন্তু এ আক্রোষের কারণ কি বলতে পারেন ?

জগৎ। কারণ আপনার অজানা নেই, বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি ফিরিঙ্গি-কোম্পানীর উচ্ছেদ চাই।

মীর। কিন্তু আপনাদেই চক্রান্তে পলাশীর পরাজয়, সিরাজের পতন।

জগৎ। শুধু সিরাজ কেন, সরফরাজকেও মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে আমাদেরই চক্রান্তে, যাক সে কথা। আমরা ভেবেছিলাম মীরজাফরের শাসনে, দেশের অশান্তি বিশৃঙ্খলতা দূর হবে, ভেবেছিলাম প্রবীণ

জাফর-আলির শাসনে সুবে বাংলার উন্নতি হবে—কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে কোম্পানীর মসনদ নিতে আর বাধা কোথায়। কলকাতায় টাকার টানাটানি অতএব জগৎশেঠ ঋণ দিতে বাধ্য। টাকা যেন গাছের ফল! বেটা "হলহলের" ব্যবহারে আমার আপাদ মস্তক জ্বলে উঠেছে—যেন সেই বেটাই আমাদের দেশের সব।

মীর। কিন্তু আপনাদের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করতে আমার সাহস হয়না। হয়তো আমাকেও একদিন সিরাজ—মীরজাফরের মত—

জগৎ। গোপালজীর নামে শপথ করছি, আমরণ আপনার আজ্ঞাবহ থাকবো, আমি শুধু "হলহলে" বেনেকে বুঝিয়ে দেব—জগৎশেঠ জীবনে কোনদিন কোম্পানীর দরজায় আশ্রয় ভিক্ষা চাইবেনা, জগৎশেঠ রাজস্রষ্টা! সময় মত আবার দেখা করবো, আপনি নিশ্চিন্ত মনে কলকাতা চলুন—তারপর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আদাব। [প্রস্থান]

মীর। স্বার্থে আঘাত পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমের বান ডেকে উঠেছে। কিন্তু এখন তোমাদের আমার প্রয়োজন। কিন্তু ভুলে যেওনা জগৎশেঠ—আমিও বেইমানীতে তোমাদের চেয়ে কম নই—আমিও বেইমান। বাংলার মসনদ, বাংলার মসনদ কি—কাশেম আলীর হাতে তুলে দিচ্ছ খোদা? যদি, যদি এই একান্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি—কে?

জিন্নতের প্রবেশ

মীর। ওঃ তুমি।

জিন্নত। [হাসিয়া] হ্যাঁ, পিতার গুপ্তচর নই, তোমার স্ত্রী।

মীর। ভেবেছ গুপ্তচরের ভয়ে—

জিন্নত। দেখ, আমায় লুকোবার চেষ্টা করোনা। মেদিনীপুর থেকে আসার পর তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ—সব সময় কি সব ভাব

বলতো। তারপর যখন তখন জমিদারদের নিয়ে পরামর্শ চলছে, আজ দেখা দিলেন জগৎশেঠ। এখনো তুমি আমায় লুকোতে চাও।

মীর। না জিন্নত, তোমার কাছে কোন কিছু গোপন রাখতে চাইনা, বিশেষ করে এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা। শোন জিন্নত, বাংলার অদৃষ্ট—আকাশে আবার কাল—বৈশাখীর কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিয়েছে—আবার চক্রান্ত, আবার নবাব পরিবর্ত্তনের খেলা সুরু হয়েছে, তাই জগৎশেঠ—হলওয়েল এই দেশী বিদেশীর প্রেমধারায় আমিও যোগ দিতে চলেছি।

জিন্নত। কিন্তু আমার অনুরোধ—তুমি ফের। কেন জেনে শুনে বিপদ ডেকে আনবে।

মীর। বিপদ আছে মানি, কিন্তু পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—

জিন্নত। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু তুমি যে একা, কতটুকু তোমার শক্তি। দেশের যারা মাথা, তাঁরা সকলে মিলে করেছে পাপ, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে—বাংলার এই দুর্দ্দিনে—তারা কি স্বার্থ ভুলে একজোট হয়ে দাঁড়াবে।

মীর। কোম্পানীর শক্তিদমনে সকলেরই সমান আগ্রহ জিন্নত।

জিন্নত। সমান আগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু সেটা স্বার্থ সিদ্ধির আশায়। স্বার্থ-সর্ব্বস্বদের বিশ্বাস করে বিপদ ডেকে এনো না। অভিশপ্ত মসনদে আমাদের কি প্রয়োজন? একদিকে এই সমস্ত নিমকহারাম অন্যদিকে মীরণ আর পিতা, দোহাই তোমার, মসনদের লোভ তুমি ত্যাগ কর।

মীর। মসনদের লোভ আমার নেই জিন্নত, আমি শুধু সেবা দিয়ে আমার দেশকে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে চাই।

জিন্নত। কিন্তু এদেশের লোকত তা বুঝবেনা। যখনি স্বার্থে আঘাত পড়বে, তখনি এরা দেশের সর্ব্বনাশে দল বেঁধে এক হবে। কি হবে পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, মীরণকে শত্রু করে ?

মীর। আমি না দাঁড়ালেও, তোমার পিতার নবাবীর দিন ঘনিয়ে এসেছে। উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে কলকাতায় আমি হলওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, অবশ্য পাটনার স্থবেদারই তখন আমার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কলকাতায় সেই সাক্ষাতের পর বাংলার মসনদই আমার কাম্য হয়ে উঠেছে।

জিন্নত। কারণ ?

মীর। বাংলার সনাতনী স্বার্থ পরতা। রাজবল্লভ পাটনার নবাবীর জন্যে লালায়িত, তুর্লভরাম আর এক ধাপ উঠেছেন,—বাদশাহের হাত থেকে, কোম্পানীর নামে স্থবেদারী আদায় করে, তিনি হতে চান বাংলার ভাগ্য-বিধাতা।

জিন্নত। আর ফিরিঙ্গি বেনিয়ার দল ?

মীর। এখনো সঠিক মনোভাব তারা প্রকাশ করেনি। তবে যেদিকে লাভের মাত্রা বেশী উঠবে, তারা সেই দিকেই ঝুলে পড়বে।

জিন্নত। নবাবের বিরুদ্ধতা কি এতই সহজ, এতই স্থলভ ?

মীর। প্রকাশ্যে কিছু না করলেও, কৌশলে নবাবকে তারা হেয় করতে চায়, ঢাকার হত্যাকাণ্ডই তার প্রমাণ। অন্ধকূপ-হত্যার মত ঢাকার-হত্যা কাহিনী প্রচার করে হলওয়েল টাকা আদায় করছেন, আর নবাব, নীরবে আত্মগ্লানি পরিপাক করে হাত কামড়াচ্ছেন! অবশ্য মিথ্যা প্রচারে, লোকের মন বিষাক্ত করে তোলবার শিক্ষাদাতা স্বয়ং মীরজাফর বাহাদুর······

প্রহরীর প্রবেশ

প্র। এক হিন্দু ফকির আপনার সাক্ষাৎ চান।

মীর। এখানে নিয়ে এসো

প্রহরীর প্রস্থান

মীর। বাংলা দেশকে আমি যতখানি চিনতে পেরেছি—যত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—হয়তো, নবাব আলীবর্দ্দী জীবনব্যাপি শাসনে তার অর্দ্ধেকও পারেন নি। বাইরের লোক এসে বাঙালীকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করবে, বাঙালী সইবে, কিন্তু স্বজাতীর বশ্যতা, বাঙালী স্বীকার করবে না, এ যেন আল্লার অভিশাপ। প্রতাপ আদিত্য, কেদার-রায় মাথা তুলবে—একি সহ্য হয়? তার চেয়ে মানসিংহের রক্তচক্ষু বাঙালীর কাছে বড় মধুর, জানি সব, তবু জিন্নত বাংলাকে আমি ভালবাসি, নিজেকে বাঙালী পরিচয়ে গর্ব্ববোধ করি, তাই সমস্ত বিপদ সকল দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতে চাই।

জনার্দ্দনের প্রবেশ, জিন্নত মহলের প্রস্থান

জনা। আদাব জনাব।

মীর। আদাব।

জনা। চিনতে পারছেন না, আমি জনার্দ্দন।

মীর। কিন্তু এ ফকির বেশে—

জনা। [হাসিয়া] প্রাণের দায়ে, প্রাণের দায়ে ফকির সেজেছি, প্রাণের দায়েই দেশত্যাগ করছি, তাই যাবার আগে একবার দেখা করতে এলাম।

মীর। দেশত্যাগী হবেন?

জনা। অরাজক রাজ্যে বাস করে, পলে পলে দগ্ধে মরার চেয়ে গ্রামের মায়া ত্যাগ করাই ভাল।

মীর। কোথায় যেতে চান।

জনা। চন্দন-নগরে, ফরাসী এলাকায়।

মীর। বর্গীর উপদ্রব সহ্য করে শেষে এমন কি ঘটলো, যাতে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন?

জনা। জনাব, সব মায়ার চেয়ে মাটির মায়া বড় প্রবল, তবু বড় দুঃখে সেই জন্মস্থান—সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। বর্গীরা লুটতরাজ করেছে, অত্যাচারও করেছে, কিন্তু মা বোনের ইজ্জতে তারা—

মীর। কারা এই অত্যাচারী, নবাব না কোম্পানীর লোক এরা।

জনা। নবাবের লোকও আছে, কিন্তু বেশীর ভাগই কোম্পানীর দালাল, বেনিয়ান আর গোমস্তা। এদের হাত থেকে, এদের পাপ দৃষ্টি থেকে কেউ আজ রেহাই পায় না জনাব।

মীর। অত্যাচারের কোন প্রমাণ আছে?

জনা। ইজ্জৎ হানীর পরও ইজ্জতের ভয় থাকে জনাব। যাক সে কথা। প্রমাণ? প্রমাণ এই।

কর্ত্তিত আঙ্গুল প্রদর্শন।

মীর। গ্রামে কি লোক ছিল না জনার্দ্দন। দুবৃত্তরা আঙ্গুল কেটে নিল আর আপনারা তাই সহ্য করলেন?

জনা। তারা কাটেনি, নিজেরাই কেটেছি।

মীর। নিজের হাতে নিজের সর্ব্বনাশ করলেন?

জনা। উপায় কি বলুন। জঙ্গলবাড়ী আজ জনশূন্য শ্মশান, কিন্তু আপনি ত জানেন আমাদের বস্ত্র বাংলার গৌরবের সামগ্রী ছিল।

মীর। সেই শিল্পের সর্ব্বনাশ ডেকে আনলেন!

জনা। উপায় ছিল না জনাব, উপায় ছিল না। কোম্পানীর দালাল গোমস্তার জুলুম থেকে বাঁচবার এ ভিন্ন পথ ছিল না। কাপড়ের দাদন নিতে না চাইলে, জোর করে মুচলেখা লিখিয়ে টাকা দিয়ে যায়,

শেষে কাপড় যা চায়, তা তৈরী করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আবার আর্ম্মাণী কিম্বা ফরাসীদের বিক্রী করে যদি বেশী টাকা পাই—তাই—তাঁতের শেষ সুতো টুকু পর্য্যন্ত কেটে নেয়।

মীর। নবাব সরকারে অভিযোগ করেননি কেন?

জনা। [হাসিয়া,] নবাব বাহাদুর উপদেশ দিয়েছেন, এ সমস্ত আমাদের সইতে হবে, কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ তিনি করবেন না। লোকে বলবে গ্রামের মোড়ল বুড়ো বসাক প্রাণের দায়ে দেশত্যাগী হোল, বলুক কি আর করতে পারি বলুন? তবু আপনাকে জানালাম, এত বড় সুবে বাংলায় আজ আর মানুষ নেই, যে প্রাণের কথা বলি! যাকে বিশ্বাস করে দুঃখ জানাবো সেই দুষমণি করে দশ রকম লাগাবে, নবাবের লোক বিদ্রোহী বলে ধরে নিয়ে যাবে। আদাব জনাব।

[মীরকাশেম করজোড়ে অভিবাদন জানাইলেন, ধীরে ধীরে জনার্দ্দনের প্রস্থান।]

মীর। দুর্ব্বলকে রক্ষার সামর্থ যার নেই, অত্যাচারীকে দমন করতে, শাস্তি দিতে যে অক্ষম—, সে কেন অধিকার করে থাকবে বাংলার মসনদ? না, না, দুর্ব্বল অক্ষমের সিংহাসনে বসবার কোন অধিকার নেই।

জিন্নতের প্রবেশ

মীর। সবই তো শুনলে জিন্নত, এখনো কি পঙ্গুর মত বসে থাকতে বল?

জিন্নত। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না। পিতাকে, ভ্রাতাকে,—ভুলতে পারি না সিরাজ-মহিষীর সেই মর্ম্মভাঙ্গা অভিশাপ।

মীর। তাই তো আজ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন প্রিয়তমে। তুমি শুনতে পাও না, কিন্তু আমি যে নিদ্রা-জাগরণে, সব সময় অশরীরী ভর্ৎসনা শুনতে পাই, কে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে বলে—সাবধান মীরকাশেম সাবধান—বেগম লুৎফন্নিসার জহরত্ অলঙ্কার আত্মসুখে ব্যয় করির

না, সাবধান। এই উপযুক্ত সময়—, নবাবের সন্দেহ জাগবে না, বেইমানেরা অকাতরে সাহায্য করবে. এমন সুযোগ জীবনে হয়তো আর আসবে না।

জিন্নত কিন্তু পিতা?

মীর। তিনি আমারও শ্রদ্ধার পাত্র জিন্নত।

জিন্নত। কিন্তু—

মীরকাশেম। কোন কিন্তু নয়, স্থির সিদ্ধান্ত—সব কিছুর বিনিময়ে আমি কিনে নেব বাংলার মসনদ। তারপর, ভবিষ্যতে কি আছে জানি না, কালের অদৃশ্য অক্ষরে—নবাবী, ফকিরী যাই থাকুক, কিন্তু গোলামী নয়, কোন মতেই নয়। তুমি বাধা দিওনা জিন্নত, জীবনের বিনিময়ে —আমি ধুয়ে দেব বাংলার অপমান, বাঙালীর কলঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য

পলাশী প্রান্তর—বৃদ্ধ দরবেশ গাহিতেছিল

গীত

ভুলের মাশুল রক্ত দিয়ে নিলিরে তুই রাক্ষসী,
আজো কি হায় তোর সে ব্যাথা ভুলতে নারিস্ পলাশী
সিরাজ এলো, সিরাজ গেল
বীরের পর বীর যে হ'লো,
তারেও নিলি শূন্য হ'লি
নীরব করি কান্নাহাসি।

আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে,
　　　　কাঁদেরে ওই বসুন্ধরা,
কোথায় সিরাজ রাজাধিরাজ,
　　　　মায়ের চোখে ঝরছে ধারা ;—
আঁধার দিয়ে আসছে কারা
প্রেতের হাসি হাসছে তারা
প্রান্তরে তোর উঠছে বেজে
　　　　অশরীর অট্টহাসি।

চতুর্থ দৃশ্য

মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের প্রাসাদকক্ষ—মীরজাফর পদচারণ করিতে করিতে আপন মনে বলিতেছেন।

সম্রাট্ আলমগীর—ভাইদের হত্যা ক'রে, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ক'রে, অধিকার করেছিলেন তখত্-তাউস্। নবাব আলীবর্দী—প্রভু সরফরাজের শোণিতসিক্ত হস্তে ধারণ করেছিলেন বাংলার শাসনদণ্ড। আমি ত ইতিহাসের ব্যতিক্রম কিছু করিনি, ছিলাম সিপাহ্সালার, হয়েছি নবাব, মাত্র এক ধাপ উঠেছি।

মণি বেগমের প্রবেশ

মণি। বন্দেগী জাঁহাপনা।

মীর। এসো বাইজী।

মণি। বন্দেগী সিপাহ্সালার।

মীর। বাইজী তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ'

মণি। বন্দেগী ক্লাইবের গর্দ্দভ।

মীর। মণি বাইজী!

মণি। জনাব।

মীর। তোমায় স্নেহ করি, সেই সাহসে যখন তখন তুমি আমায় পরিহাস-ছলে অপমান কর, কিন্তু মনে রেখো স্নেহ শাসনের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। তোমার ঔদ্ধত্যের দণ্ডও দিতে পারি।

মণি। একটা কথা বোধ হয় জনাব ভুলে গেছেন, যে শাস্তি দিতে গেলে কিঞ্চিৎ শক্তির প্রয়োজন।

মীর। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও তোমার মত একটা নগণ্য বাইজীকে শায়েস্তা করবার ক্ষমতাও আমার নেই।

মণি। আপাততঃ নেই বলেই মনে হয়।

মীর। তার মানে?

মণি। অতি পরিষ্কার, আপনার প্রভু ক্লাইব এখন বহুদূরে, কাযেই মুর্শিদাবাদে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। [মৃদু হাস্যের সহিত] জানেন'ত জনাব, লোকে সাপকেই ভয় করে, তার খোলসকে নয়।

মীর। হুঁ, দিল্লীর বাইজী বাংলার রাজধানীতে শুধু রূপের পসরা খুলেই বসে নেই—সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চাও চালিয়েছে দেখছি। কিন্তু—ক্লাইব ফিরিঙ্গি বেনিয়া আর আমি মোগল সিংহ।

মণি। হাঃ হাঃ হাঃ

মীর। হঠাৎ হাসির ফোয়ারা ছুটল যে?

মণি। আমার ভাষাজ্ঞান বড় কম জাঁহাপনা, হাজার হলেও বাইজী কিনা! সাপের খোলস উপমাটা ভুল হয়ে গেছে, জনাব—আপনি মোগল সিংহের চর্ম্ম আচ্ছাদিত ক্লাইবের গর্দ্দভ। মস্তিষ্ক নামে এতটুকু বালাই আপনার নেই, এই নিন তার প্রমাণ!

[মণি বেগম বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মীরজাফরকে দিলেন, মীরজাফর পত্র পাঠ করিয়া চমকাইয়া উঠিলেন।]

মীর। বেগম,—বেগম—মণিবেগম—

মণি। না না আমায় বাইজী বলে ডাকুন, মৌখিক শিষ্টাচার মাখানো কপটতা আর আমি সইতে পারি না। দোহাই আপনার, প্রাণ খুলে বলুন বাইজী—বাইজী, মণি বাইজী—দিল্লীর বাই, তবু কতকটা শান্তি পাবো। কেন এ অভিনয় জাঁহাপনা? জানি, আপনি আমায় ঘৃণা করেন, হীন বাইজীর রক্তে আমার জন্ম, তাই যখন তখন বাইজী সম্বোধনে আনন্দ পেতে চান। কিন্তু জনাব, বাইজী কি বেইমানের চেয়েও ঘৃণ্য তার চেয়েও অধম।

মীর। আমায় ক্ষমা কর মণি, সময় সময় আমার মাথার ঠিক থাকে না, কিন্তু তবু তোমায় আমি স্নেহ করি, আমার যৌবনের ভালবাসা স্মরণ ক'রে তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু এ পত্র তুমি কোথায় পেলে?

মণি। ভেবেছিলেন সোনার বাংলাকে এক বেনিয়ার হাত থেকে অন্য বেনিয়ার হাতে তুলে দিয়ে গোলামীর জাবর কাটবেন না? ফিরিঙ্গি বণিকের রক্ত চক্ষুর চেয়ে কি ওলন্দাজ বেণিয়ার পদাঘাত আপনার আজ কাম্য হয়ে উঠেছে জাঁহাপনা? বব্বু-বেগম আর মীরণের মন্ত্রণায়, ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে ওলন্দাজ কোম্পানীকে উত্তেজিত করে, আপনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন? বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজের উচ্ছেদ করে, হয়েছেন ফিরিঙ্গির গোলাম—কিন্তু এই গোলামীও আপনার বেশী দিন নয়।

মীর। সত্যিই—এ গোলামী আর সহ্য হয় না, প্রতিপদে কোম্পানীর রক্তচক্ষু, শোষণের পর শোষণ, আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ধনাগার নিঃশেষ হয়ে গেল তবুও ফিরিঙ্গির আশা মেটেনা।

মণি। আপনি কি ভেবেছিলেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনার হাতে সুজলা সুফলা বাংলার শাসন দণ্ড তুলে দিয়ে স্বদেশে ফিরে, আপনার মহিমা-কীর্ত্তনে ফিরিঙ্গিস্থানকে মুখর করে তুলবে ?

মীর। কোনও বিদেশী শক্তিকে আমি বাংলায় রাখব না। মণিবেগম, একটা ভুল করে তাদের আমি মাথা তুলতে দিয়েছি, কিন্তু, আর নয়, এবার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। ওলন্দাজরা জলযুদ্ধে অজেয়, তাই তাদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছি !

মণি। বলতে পারেন, কি ছিলনা নবাব সিরাজদ্দৌলার ?

মীর। আমারই বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পতন। কিন্তু এখন আমিই চাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্ছেদ।

মণি। হায় হতভাগ্য সিপাহসালার ! আপনি কি ভেবেছেন, আপনার মসনদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের কুচক্রীদল, সাধু—দরবেশে পরিণত হয়েছে ? চেয়ে দেখুন বাংলার মসনদের চতুর্দ্দিকে, একদিন সিরাজের পরিবর্ত্তে আপনার নবাবী যাদের কাম্য ছিল—স্বার্থের খাতিরে আজ কি তারা আপনার পরিবর্ত্তে অপরকে মসনদে বসাতে চায় না ?

মীর। জানি, সব বুঝি মণি বেগম, চতুর ক্লাইব্, আমায় শক্তিহীন করার অভিপ্রায়ে, ব্যয় সংক্ষেপের দোহাই দিয়ে, অর্দ্ধেক সিপাহী সেনা বরখাস্তের পরামর্শ দিয়েছে, মীরণ রাজবল্লভকে দেওয়ান নিযুক্ত করায়, দুর্লভরাম আজ আমার শত্রু। পূর্ব্ববঙ্গের রাজস্ব আদায় হয় না, কোম্পানীর জুলুমে শুল্ক আয় লুপ্ত, অর্থাভাবে সেনাদল অসন্তুষ্ট। যে কোন মুহূর্ত্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে।

মণি। আপনার অভিযোগ, আপনার আর্ত্তনাদ, সম্পূর্ণ নিষ্ফল জাঁহাপনা। একদিন বন্ধু ভেবে, আপনিই পরম শত্রুকে গৃহে ডেকে এনেছেন।

যখন বাহুতে শক্তি ছিল, তখন তরবারি কোষমুক্ত করেননি, এখন দুর্ব্বল হস্তে আর অস্ত্র ধারণ শোভা পায় না, জনাব।

মীর। আমায় আশ্বাস দাও—বল দাও, বল কি ভাবে চলতে হবে। স্বার্থের খাতিরে দয়াধর্ম্ম, স্নেহমমতা—অতল সলিলে ভাসিয়ে দিয়েছি,—স্বজাতি, স্বদেশের মুখে কালিমা লেপন করেছি, কিন্তু পাপের মাত্রা আর বৃদ্ধি করতে চাই না।

মণি। স্বার্থপর অনুচরদের কু-মন্ত্রনা থেকে দূরে থাকুন, মীরণের অত্যাচার বন্ধ করুন, দৃঢ়হস্তে—সংযতচিত্তে পরিচালনা করুন শাসনদণ্ড। মনে রাখবেন, বাংলার হিন্দু-মুসলমান জানে আপনি বিশ্বাসঘাতক, ফিরিঙ্গি জানে—আপনি দেশদ্রোহী, সারা দুনিয়ায় মাত্র একজনের চোখে আপনি ঘৃণার নন, কিন্তু করুণার পাত্র।

মীর। কে—কে সে মণি?

মণি। সে এই ঘৃণিতা, দিল্লীর বাইজী মণি বেগম।

মীর। আমায় ক্ষমা কর। আজ থেকে তুমি আমার সমস্ত ভার গ্রহণ কর, আমাকে মানুষের মত বাঁচতে দাও, ক্লাইবের গর্দ্দভ অবস্থা থেকে আমায় মুক্ত কর।

মণি। ক্লাইব স্বদেশে ফিরে গেছে, ভ্যান্সিটার্ট এখন কোম্পানীর পরিচালক, এই সুযোগে চারিদিকে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জলিত ক'রে, গোলামীর আবরণ আমরা ভস্মীভূত ক'রব। কিন্তু সাবধান হঠকারিতায় আর সর্ব্বনাশ ডেকে আনবেন না।

পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতা। ফোর্টউইলিয়াম্ দুর্গভ্যান্তর। সম্মুখে নৃত্যরতা আর্মেনিয়ান নর্ত্তকী—হলওয়েল ও রায়দুর্লভ

হল। সকল্ ডোষ ট্রুটি নিজের স্কণ্ডে হামি বহন করিটেচি রাজা। কেলাড্ রাজ্ঞী চিলনা, কিণ্টু হামি টিনটুরিটে টাহাকে বেমালুম ভড্র সডাশয় টৈয়ার করিয়াচেন।

রায়। কিন্তু সাহেব, বৃদ্ধবয়সে আমাকে আবার কেন?

হল। কেনো? কেনো টাহা হাপনি বুঝিটেচেন না। হা অডৃষ্ট—হামার পোড়া কাপাল! শুনুন রাজা, চোটা নবাব মীরণ বাহাডুর হাপনাকে আউর হাপনার পুট্র, ডুইজনকে অপমান করিয়াচে, টাহা হামিলোকে জানে। হাপনি জানেন—হামরা ন্যায় এবং সট্যপঠে চলিটে চাই, সেই নিমিট্য, যাহাটে হাপনি ডেওয়ান পড লাভ করিটে পারেন, উহা হামাডের একাণ্ট ইস্সা।

রায়। তা হবার নয় সাহেব, তা হবার নয়। এদেশ থেকে ন্যায় সত্য সব লোপাট হয়েছে। তাই যদি হোত, তবে দিল্লী থেকে এতদিন কবে ফরমান এসে যেতো, কোম্পানী পেতো দেওয়ানী আর এই রায়দুর্লভ হোত সেনাপতি। যা হবার নয়—তার জন্যে, মিথ্যে লোভ দেখিও না সাহেব। ভাগ্যে ক্লাইব সাহেব ছিলেন তাই পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে এখানে আশ্রয় পেয়েছি।

হল। ক্লাইব না আচেন কিণ্টু ভ্যান্সিটার্ট আচেন। ভ্যান্সিটার্ট হামার বনডু আচেন, হামাডের ডুইজনার বহুট মিট্রতা আচে, অটিশয় প্রণয় আচে। হাপনার বয় ভর নেই, যাহা করিটে হইবে টাহা হামার গেয়ান আচে।

রায়। বিলক্ষণ জ্ঞান আছে তা জানি, কিন্তু—কাশেমআলীর জন্যে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কিসের বলতো ?

হল। মাঠা বেঠা কেনো, মাঠা বেঠা কেনো ? ইহা উপযুকটো পঠ ভাবিয়া হামরা এটো চেষ্টা করিটেচি।

রায়। মীরজাফরকে তোমরাই নবাবী দিয়েছ তোমাদের ভিন্ন তিনি তো এক পা চলেন না, তবে আবার এর মধ্যে কাশেমআলীকে ডাকছ কেন ?

হল। ডেখিটেচি হাপনি ভিটরের সকল সংবাড জানিটেচেন না, জাফ্ফর-আলী বুড়া হইয়াচেন হাপিং গিলিয়া চোক বণ্ড করিয়া কেবল আরাম করিটেচেন, ওটারে সাহাজাডা মীরণ অট্যাচার করিটেচেন, ডাচ কোম্পানী ডাঁও কষিটেচে। খটি হইটেচে হামাডের—কিচুডিন এমন চলিলে সারা ডেশ বরবাড হইয়া যাইবে—সাঠে সাঠে হামাডের টল্লিটল্লা গুটাইয়া স্বডেশে যাইটে হোবে।

রায়। তা বটে, তা বটে—মীরজাফর কিছুই দেখেন না তারপর সাহাজাদা মীরণ——

হল। অটিশয় মণ্ডলোক, হাপনাকে অপমান করিয়াচেন। হাপনাকে কোলা ডেখাইয়া রাজবল্লভ ডেওয়ান বনিয়াচে। মীরজাফর বাহাড়রের এখন বহুট অরঠাভাব, কিণ্টু হামিলোগ টাকা না পাইলে কেনো টাহাকে ডেখিবে ?

রায়। তাতো বটেই।

হল। অটএব এখন উপযুকটো হইটেচেন কাশেম আলী খাঁন।

রায়। কাশেমআলীকে কি জাফরআলীর মত ওঠ বোস করাতে পারবে, বড় শক্ত লোক।

হল। শকটো লোক আচেন তো কি আচেন, হামিলোগভি বহুত শকটো আচেন। শাহাজাডা আলমকে টকন হামিলোগ সুবে বাংলায় নিমনট্রন ডিবে—আর হাপনারা আচেন কেনো ?

রায়। তবু ভাল করে বিবেচনা করা দরকার, শেষে বিপদ না ঘটে।

হল। বিপড ঘটিবে কেনো, ঘটিলে পরে হামিলোগ সামাল ডিবে, হামি সামাল ডিটে খুব জানে। আপনি গ্যাবরাইবেন না কিচু বয় নাই।

রায়। কিন্তু কাশেমআলীকে আমার বিশ্বাস হয়না সাহেব।

হল। না হইটে পারে, কিণ্টু বিশওয়াস করিয়া ডেখা উচিট। না হয় টখন হাপনার হাটে শাহাজাডা আচেন—হাপনি নওয়াব বনিবেন আউব হামিলোগ, সেলাম ডিবেন—নওয়াব রায়ডুরলাভজংবাহাডুর কি জয়। হাঃ হাঃ হাঃ, [পিঠ থাবরাইয়া] বুডঢা অইলে চিণ্টা শক্টি প্রবল হয়, ডুশচিণ্টা টেয়াগ করুন—ডুশচিণ্টা টেয়াগ করুন।

রায়। না না দুশ্চিন্তা কিসের দুশ্চিন্তা কিসের, বৃদ্ধবয়সে একবার দেখাই যাক না কেন, কি বল সাহেব।

হল। হাঃ হাঃ হাঃ, আপনি সটাই রায়ডুরলাভ আচেন, আউর ডুরলাভ আচেন। [দ্রুতবেগে খোজা পিদ্রুর প্রবেশ]

খো। বণ্ডেগী রাজা রায় ডুরলাভ।

রায়। বন্দেগী বন্দেগী।

হল। কি ঘটিল? কাশেম আলী।···

খো। রাজা হইয়াচে, সম্মট হইয়াচেন, শেঠজিকে সাঠে করিয়া টিনি আসিটেচেন।

হল। বহুট ঠিক আচে, বালো হইয়াচে।

খোজা। কিণ্টু গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট—

হল। বিলকুল ঠিক আচে সব ঠিক আচে। [বেগে প্রস্থান]

খোজা। কি ভাবিটেচেন রাজা?

রায়। কিছুনা, ভাববার কি আছে।

খো। হামি কিণ্ট, ভাবিটেচে

রায়। কি?

খো। হামিলোগ মন করিলে নওয়াব কে ফকির, আউর ফকির কে নওয়াব বানাটে পারে। এটো হামাডের খেমটা—এটডুর শক্‌টিমান হামরা, কি বোলেন? [নেপথ্যে তোপধ্বনি]

রায়। ঐ এসে গেল বোধ হয়?

খো। হাঁ হাঁ আসিয়া গেল, আসিয়া গেল হামাডের নোটুন নওয়াব।

[অগ্রে ভ্যান্সিটার্ট তৎপশ্চাৎ মীরকাশেম জগৎশেঠ হলওয়েলের প্রবেশ]

মীর। তোমাদের সমস্ত সর্ত্ত আমি মেনে নিয়েছি।

ভ্যান্সি। টাহার নিমিট্যা হাপনাকে সুবাডারি ডিটেচি -সুবে বেঙ্গল আজিমাবাড আউর ওড়িষ্যা। আজ হইটে হাপনার ডুষমন হামাডের ডুষমন—হাপনার মিট্র হামাডের বনঢ়ু।

মীর। কিন্তু মিরজাফরের ঋণের আশা ত্যাগ করতে হবে সাহেব।

হল। টাহা হইলে কোম্পানী বিপাকে পরিবে।

মীর। ঋণের পরিবর্ত্তে—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর আর চট্টগ্রাম ছেড়ে দিচ্ছি।

ভ্যান্সি। ইহা অটীব শুব সংবাড কোম্পানী জমিনডারি লাভ করিবে।

মীর। কিন্তু নবাব সরকার থেকে পাই পয়সার প্রত্যাসা ত্যাগ করতে হবে সাহেব।

ভ্যান্সি। টাহাই হইবে।

হল। কিণ্টু।

মীর। বল সাহেব।

হল। হাপনি জানে, কটবড ডায়িট্য হামরা মাঠা পাটিয়া লইটেচেন?

মীর। জানি সাহেব, তার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে এসেছি—এই রইল তোমাদের সমস্ত দায়িত্বের মূল্য। [মীরকাশেম বস্ত্রভ্যান্তর হইতে বাশীকৃত অলঙ্কার টেবিলের উপর রাখিলেন]

ভ্যান্সি। না না ইহাটে হামাডের প্রয়োজন নাই—ইহাটে হামাডের প্রয়োজন নাই।

মীর। প্রয়োজন না থাকে—তোমাদের দরবার শেষে ফেরৎ দিও।

হল। ডরবার করিয়া কি লাভ? আমিয়েট, এলিশ, কার্ণাক, ভেরেলেষ্ট গোল পাকাইটে পারে, উহার ডরকার নাই। মাননীয় হেন্‌রি-ভ্যান্সিটার্ট সভাপটি, আউর কর্ণেল কেলাড, ব্রাইটওয়েল সামনার, হামি নিজে, সব একট্র মিলিয়া, ডরবার করিয়া, কোম্পানী আউর স্থবে বাঙ্গালার জন্য, উপযুকটো বিবেচনা করিবা, কাশীমআলিখানকে নওযাব বানাইলেন, ইহা লিখিযা ডিন।

জগৎ। এ অতি উত্তম প্রস্তাব

রায। হ্যাঁ, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

হল। বহুট সটা বলিযাচেন।

ভ্যান্সি। অটএব এখন হইটে কাশীমআলিখান, নওযাব কাশীমআলি বাহাডুর বনিলেন। নযা নওযাব বাহাডুর—কোম্পানীর টরফ হইযা হামি হাপনাকে কুর্নিশ ডিটেচেন।

[ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে অন্যান্য সকলে মীরকাশেমের সম্মুখে মস্তক অবনত করিল, মীরকাশেমের মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গের দুর্গ, মন্ত্রনা কক্ষ

কাল—প্রভাত

[রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ আসীন]

কৃষ্ণ। মুঙ্গেরে বন্দীভাবে আর কতদিন থাকতে হবে বলতে পারেন ?

রায়। মুক্তির আশা দেখতে পারছি না মহারাজ। মুর্শিদাবাদে থাকলে যদিও কিছু আশা ছিল, এখানে কিন্তু সামান্য টুঁ করিলেই গর্দ্দান যাবে।

জগৎ। সত্যিই বড় ভুল হ'যে গেছে। মীরজাফর যাই করুন না কেন, আমাদের কোন অপকার করেন নি, বরং যথেষ্ট সম্মান ক'রেই চ'লতেন। [অন্তরালে মীরকাশেমকে দেখা গেল—তিনি গুপ্তভাবে গুপ্ত মন্ত্রনা শুনিতে লাগিলেন]

কৃষ্ণ। যা হবার তা হ'য়েছে, কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করুন।

রাজ। ব্যবস্থা আর ছাই হ'বে রাজা! দেখছেন ত মসনদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে মীরকাশেম শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন করেছেন। আগের দিন আর আসবে না। ওঃ কি দিনই ছিল!

জগৎ। কথায় ব'লে,—ভোগ সুখ, না নবাবী। মীরকাশেম তক্তে ব'সে দিলেন সব উল্টে। প্রাসাদের বিলাস-তরঙ্গ, দাস-দাসী, নৃত্য-গীত, হাস্য-কৌতুক—সব কোথায় ভেল্কির মত উবে গেল,—মায় প্রাসাদের মণিরত্ন পর্য্যন্ত হ'ল বিক্রি। সিরাজদ্দৌলার অত সাধের ইমামবাড়ীর আসবাব-পত্র পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে, টাকাগুলো কতকগুলো ভিখিরিকে বিলিয়ে দিলে, ছ্যাঃ—ছ্যাঃ।

কৃষ্ণ। শুধু কি তাই, হিসেব নিকেশের নামে, সম্মানী কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত ক'রে, তাদের ধনরত্নে হ'ল শূন্য রাজভাণ্ডারের শোভাবর্দ্ধন।

জগৎ। না, আর সহ্য হয় না। এ অত্যাচার আমাদের বন্ধ করতেই হবে। মহারাজ রাজবল্লভ ?

রাজ। জানেন ত কলকাতার ইংরাজ দরবারে এ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলাম, অবশ্য বেনামীতেই। তাতে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট উত্তর দিলেন—কাশেম আলি দেশের রাজা, দশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, অতএব বিদেশী বণিকের প্রতিবাদের কি প্রয়োজন ?

জগৎ। জানি মহারাজ, সব জানি, কিন্তু বেশীদিন মীরকাশেম মসনদে থাকলে, আমাদের অবস্থা কি হ'বে ভেবেছেন ?

রাজ। কিন্তু মীরকাশেমকে বিতাড়িত করা মীরজাফরের মত অত সহজ নয়। মীরকাশেম চতুর, মীরকাশেম কর্ম্মকুশল—খুব সাবধান, এতটুকু বেফাঁস হলে, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ?

রায়। তা'হলে কি বলতে চান—চিরকাল বাংলা ছেড়ে এই বিদেশে, মুঙ্গেরে বন্দী থাকবো ?

রাজ। উত্তেজিত হবেন না, মনে রাখবেন, চারিদিকে নবাবের বিশ্বাসী অনুচর আমাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। যাক্ এ সব আলোচনা এখন থাক, নবাবের আসবার সময় হ'য়ে এলো।

জগৎ। আপনি ব্যস্ত হবেন না মহারাজ, নবাব অস্ত্রাগার তদারক ক'রছেন, তাঁর ফিরতে অন্ততঃ আরও এক ঘণ্টা। বলুন আপনার কি বক্তব্য ?

রাজ। আমি বলি, সহ্য ভিন্ন উপায় নেই। আমরা ত ছার, কোম্পানীকেও নবাব খাতির করেন না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সায়েস্তা করতে, নবাব তাদের জাহাজ আটক ক'রেছেন। ফৌজদার, সুবেদারের এতটুকু জবরদস্তি চলে না—উৎকোচ উৎপীড়ন দূর হয়েছে,—দুর্ব্বল প্রজার আবেদন নবাবের কাছে ভগবানের আদেশ।

কৃষ্ণ। আপনি যে মীরকাশেমের স্তাবক হ'য়ে উঠলেন !

রাজ। না রাজা, যা বলেছি তা প্রকৃত সত্য। শুনেছি মেবার গৌরব মহারাণা প্রতাপ, চিতোর উদ্ধারের আশায়, দৃঢ়পণে পরাক্রান্ত মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন—আজ মীরকাশেমও আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, কঠোর ব্রত ধারণ ক'রেছেন—বাংলার প্রাণ প্রতিষ্ঠায়।

জগৎ। তাহ'লে কি মনে করতে হবে, রাজনগর-রাজ রাজবল্লভ আমাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন? মতিঝিল প্রাসাদের মন্ত্রনাদাতা কূটনীতিক রাজবল্লভ কি; তাঁর মত পরিবর্ত্তন ক'রেছেন?

রাজ। রায় রায়ান জগৎশেঠ, আমায় ভুল বুঝবেন না, পূর্ব্বে যেমন আপনাদের সমস্ত কার্য্যের সমর্থন ক'রে এসেছি আজও তার ব্যতিক্রম হবে না, তবে আমার বক্তব্য, পূর্ব্বেকার মত অত সহজে মীরকাশেমের মুকুট মোচন সম্ভব নয়। আগে দেখুন য়্যামিয়েটের দৌত্য কার্য্যের ফল কি দাঁড়ায়, পরে যা হয় করবেন। কিন্তু—আমার মনে হয় "হে সাহেব" কে প্রতিভূ রাখায়, কোম্পানী কোন অসঙ্গত কাজ করতে সাহস করবে না।

জগৎ। ভ্যান্সিটার্টকে আমি য়্যামিয়েটের মারফতে উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়েছি।

রাজ। সর্ব্বনাশ ক'রেছেন—সর্ব্বনাশ করেছেন রাজা!

জগৎ। ব্যস্ত হবেন না মহারাজ, ভ্যান্সিটার্ট আমাদের—মুর্শিদাবাদ

[অতর্কিতে মীরকাশেমের প্রবেশে—সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল জগৎশেঠ সভয়ে বলিলেন]

জগৎ। মুর্শিদাবাদ—আমাদের মুর্শিদাবাদ! কি বলুন রাজা?

কৃষ্ণ। আহা! কি সুন্দর! যেন, প্রস্ফুটিতা স্থলকমলিনী।

মীর। মহাতাপ চাঁদ জগৎশেঠ!—

জগৎ। জনাব।

মীর। আপনার শারীরিক কুশল?

জগৎ। সমস্তই জনাবের মেহেরবাণী।

মীর। তবে অনেকদিন মুর্শিদাবাদের···মুখ দেখেন নি, তাই আত্মীয় স্বজন অগণন বন্ধু-বান্ধবের অদর্শনে একটু উতলা হয়ে পড়েছেন—কেমন? নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র?

কৃষ্ণ। খোদাবন্দ্।

মীর। আপনার বিনয় অসাধারণ মহারাজ। আপনিও যেন কোন অভিযোগ নিবেদন প্রত্যাশায়—একটু উন্মুখ হ'যে উঠেছেন?

কৃষ্ণ। জাঁহাপনা।

মীর। বলুন।

কৃষ্ণ। [নিরুত্তর]।

মীর। একুশরত্ন মঠ স্থাপয়িতা কীর্ত্তিমান রাজনগর-রাজ রাজবল্লভ?

রাজ। অধীনের এক নিবেদন আছে মেহেরবাণ।

মীর। মেহেরবাণী করুন।

রাজ। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে আমি দেশে ফিরতে চাই, জনাব।

মীর। প্রার্থনা মঞ্জুর। রাজনগরের পথ আপনার মুক্ত, ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে আপনি যাত্রা ক'রতে পারেন।

[কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ তিনজনে পরস্পর চাহিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন]

মেহেরবান!

[মীরকাশেম প্রবল চেষ্টায় হাস্য দমন করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন]

মীর। সকলে এক সঙ্গে মুঙ্গের ত্যাগ করতে চান—কেমন?

কিন্তু কেন? এখানে কি আপনাদের যোগ্য সমাদরের কিছু মাত্র—

রাজ। না জনাব, আমরা পরম সমাদরে আছি।

মীর। আপনাদের ন্যায় প্রবীণ, বিচক্ষণ, মন্ত্রণাকুশল বন্ধুদের এক সঙ্গে বিদায় দিলে, আমার রাজ্য চালনা দুষ্কর হ'য়ে উঠবে, অথচ— [কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া]—এক সর্ত্তে, মাত্র এক সর্ত্তে আপনাদের বাংলায় যেতে দিতে পারি। যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসা ক'রতে সমর্থ হন—এই সর্ত্তে।

জগৎ। গোপালজীর নামে শপথ করছি জাঁহাপনা, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছুমাত্র চিন্তা করতে হবে না।

রায়। কোম্পানী বিবাদ চায় না, বিবাদে তাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নেই। আপনার প্রস্তাব তারা সানন্দে গ্রহণ ক'রবে।

কৃষ্ণ। বিশেষতঃ আমরা যখন মধ্যস্থ হ'য়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবো।

মীর। মহারাজ রাজবল্লভ ?

রাজ। দৌত্য কার্য্যে আমার সুনাম নেই জাঁহাপনা, বিশেষতঃ রাজনগরেই আমি ফিরতে চাই।

মীর। কাল প্রত্যুষে আপনারা যাত্রা ক'রবেন সমস্ত আয়োজন আমি ক'রে দেব। কিন্তু আমার শাসন ব্যবস্থায় আপনারা সন্তুষ্ট ? কোন ত্রুটি যদি থাকে তবে—

রায়। না জনাব, আপনার শাসন সম্পূর্ণ ত্রুটি হীন। আমরা যেন রাম-রাজ্যে বাস ক'রছি—কি বলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ?

কৃষ্ণ। এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত।

মীর। কিন্তু ব্যবসাশুল্ক রহিত ক'রে, ফিরিঙ্গি আর বাঙ্গালীকে সমান বাণিজ্য অধিকার দিলে, কোম্পানীর উপর জুলুম করা হবে। কি বলেন মহারাজ ?

কৃষ্ণ। তা একটু হ'বে বৈ কি।

মীর। কোম্পানী বিদেশ থেকে এসেছে দু-পয়সা রোজগার ক'রতে, অতএব এদেশের লোককে একটু ত্যাগ স্বীকার ক'রতেই হ'বে।

রায়। বিশেষতঃ আমাদের দেশ ত্যাগের দেশ।

মীর। নিশ্চয়ই! আপনারা সকলেই ত্যাগী মহাপুরুষ কি না?

(সকলে মুখ অবনত করিলেন)

মীর। দ্বিতীয়তঃ, যদি ক্ষতি কিছু হয়—সে হবে নিতান্ত দীন দুঃখী যারা তাদের, তাদের সুদিন আর কবেই বা ছিল? নবাবের নবাবী বজায় থাকবে, আপনাদের প্রভুত্বের নড়চড় হবে না,—হ্যাঁ শেঠজী, এই ব্যবস্থাই যুক্তি-সঙ্গত, কি বলুন?

জগৎ। জনাবের আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম্ম।

মীর। ভাবছি—ফিরিঙ্গির সেপাই শ্রীহট্টের জমিদারকে খুনই করুক, রাজসাহীর শিল্প বাণিজ্য উৎসন্নে যাক, কিংবা সামান্য পান-সুপুরী বিক্রী ক'রে যারা সংসার চালায়, তারা লোপাট হোক. তাতে আমার কি? আমি নবাব মসনদে ব'সে নবাবী ক'রব, সুন্দরীদের নূপুর-নিক্কণে—সিরাজীর রঙীন নেশায় মশগুল থাকব, তবে না নবাবী! ফিরিঙ্গি-বণিক লাভের পর লাভ ক'রছে, দেশের লোক অনাহারে ম'রছে. সে ত আমার দোষ নয়। ফিরিঙ্গি চতুর,—এদেশের লোক মূর্খ। মূর্খের চোখের জলই একমাত্র সম্বল। তাদের মুখের পানে চেয়ে আমার মসনদকে ত ভাসিয়ে দিতে পারিনা। দেশের লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আমার? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কোম্পানীর দরবারে আপনার অসীম প্রতিপত্তি, দেখবেন যেন আমার নবাবীটুকু বজায় থাকে। হ্যাঁ—আপনি যেন কি বলছিলেন রাজা?

কৃষ্ণ। না—না তেমন কিছু, তবে বলছিলাম—অর্থাৎ আপনি হয়তো কোন কোন ব্যাপারে একটু অবিচার করেছেন জনাব।

মীর। যেমন—

কৃষ্ণ। এই কিনুরাম, মন্নূলালের মত বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর পদচ্যুতি, তা'ছাড়া বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি, সরকারে বাজেয়াপ্ত করা।

অবশ্য—তারা প্রত্যেকেই অপরাধী, কিন্তু তা সত্বেও—দণ্ড যেন গুরুতরই হয়েছে জনাব। বিশেষ ক'রে কোম্পানীর জাহাজ আটক—আমার বিবেচনায় –

মীর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মসনদ লাভের পর মুর্শিদাবাদের জগৎ প্রসিদ্ধ রাজভাণ্ডারে কত অর্থ আমি পেয়েছিলাম মনে আছে ?

কৃষ্ণ। সম্ভবতঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

মীর। কিন্তু মুর্শিদাবাদ রাজকোষের বিপুল অর্থরাশি কোথায় গেল জানেন ? [কৃষ্ণচন্দ্র মীরকাশেমের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন] জানেন না—অথচ মুর্শিদাবাদের ধনাগার নিঃশেষ ক'রে সাত শত সিন্দুক পূর্ণ মনিরত্ন, একশত নৌকাযোগে আপনারই তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর বন্দর কলকাতায় পৌছেছিল।

কৃষ্ণ। জনাব—

মীর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি সে সম্বন্ধে—নবাব মীরজাফরের কাছে কোন কৈফিয়ত চেয়েছিলেন ? (কৃষ্ণচন্দ্র মাথানত করিলেন) জানি আপনারা দেশের সর্বনাশ সাধনে বদ্ধ-পরিকর, কিন্তু এতখানি স্বার্থ-সর্বস্ব তা ভাবতে পারিনি—(পদচারণ) মীরজাফরের রাজত্বকালে স্বার্থের খাতিরে, ক্লাইবের পদলেহন ক'রে, আপনারাই বাড়িয়ে তুলেছেন বিদেশীর লালসা। স্পর্দ্ধা এই ফিরিঙ্গি-বেনিয়ার, নবাব আলিবর্দ্দী, সিরাজদ্দৌলার আমলে পণ্যদ্রব্যের বোঝা ব'যে "বহুত আচ্ছা মাল য্যতা হ্যায়" চীৎকারে, যারা পল্লীবাসীর শান্তিভঙ্গ ক'রত, যাদের উচ্ছৃঙ্খলতা শায়েস্তার স্থান ছিল নবাবের আস্তাবল, তারা আজ নবাবের কাছে কৈফিয়ত চায়, আশ্চর্য্য !

মীর। রায়রায়ান জগৎশেঠ ?

জগ। [সভয়ে] খোদাবন্দ !

মীর। আমার শাসনভার গ্রহণের সময়, কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

জগ। যথাসাধ্য সাহায্য দানের শপথ করেছিলাম জনাব।

মীর। এই তিন বৎসরে আমাকে কতটুকু সাহায্য করেছেন? তিন বৎসর ধরে আমার প্রত্যেক আদেশ অমান্য করেছেন, তা' সত্ত্বেও পেয়েছেন সমাদর। অথচ—আমার প্রাসাদে বাস করে, কাল-সর্পের মত আপনি আমায় দংশন করতে উদ্যত, এত বড় দুঃসাহস আপনার! [অকস্মাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি] আমার কাজের কৈফিয়ত তলব করবার পূর্ব্বে, কোম্পানীর সেপাই যখন আমার কর্ম্মচারীদের উপর জুলুম চালায়, নিরীহ প্রজাদের বন্দী ক'রে, দরিদ্রের মুখের অন্ন কেড়ে নেয়, তখন—তখন কেন আপনারা কৈফিয়ত দাবী করেন না—আপনাদের পরমাত্মীয় এই সব বিদেশী সভ্য বন্ধুদের কাছ থেকে? জগৎশেঠ রায়দুর্ল ভ, দয়া ক'রে মীরজাফর বাহাদুরের মত—অতখানি নির্ব্বোধ ভাববেন না আমাকে।

রায়। জনাবের বিরুদ্ধে আমরা—

মীর। জেনে রাখুন—মীরকাশেমের জাগ্রত মন আর কুটিল দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া, আপনাদের মত পশুর সাধ্য নয়। পশুদেরও বাসস্থানের উপর মায়া জন্মে—আপনারা পশুর চেয়েও হীন, জঘন্য, স্বদেশ দ্রোহী—কুলাঙ্গার। মনে রাখবেন—মীরকাশেম সিরাজের মত সরল বিশ্বাসী কিংবা আলিবর্দ্দীর মত ক্ষমাশীল নয়। মীরকাশেম অতি সাধারণ মানুষ, মীরকাশেম জানে, শয়তানকে বিশ্বাস আর ক্ষমার অর্থ—মূর্খতা। [রাজবল্লভের প্রতি] মীরকাশেম ভোলে না তীর্থ দর্শনের নামে ধন-ভাণ্ডার অপহরণের কথা। অপহরণকারী ধর্ম্মের নামে একুশরত্ন মঠ গড়ে তুললেও তিনি ভণ্ড প্রবঞ্চক। রাজা রাজবল্লভ ঘেষেটি বেগমের বিশ্বস্ত মন্ত্রী হলেও ইতিহাস বলে—বিশ্বাসঘাতক শুধু বিশ্বাসঘাতক। নদীয়াবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরেশ্বরী ভবানী কি কোনদিন আপনাকে শাঁখা সিঁদুর পাঠিয়েছিলেন?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আমার সহধর্মিণীকে—

মীর। কৃষ্ণচন্দ্র—

কৃষ্ণ। জনাব—

মীর। সত্য বলবেন, আমার অনুরোধ।

কৃষ্ণ। বঙ্গরাজমহিষীর বৈধব্য তিনি দেখতে চান নি—

মীর। অর্থাৎ সিরাজের জীবন রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছিলেন—কেমন ?

কৃষ্ণ। আপনার অনুমান যথার্থ জনাব।

মীর। কিন্তু তিলক-চর্চিত কৃষ্ণচন্দ্র, পুণ্য-শ্লোকা ভবানীর সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন ? [কৃষ্ণচন্দ্র অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন]

মীর। ধনপতি জগৎশেঠ বোধ হয় সিরাজের পাদুকা প্রহার ভোলেন নি ?

জগ। সে অপমান ভুলবার নয় জাঁহাপনা।

মীর। অপমান না ভুল্লেও ব্যাঘাত' আর নেই। মনে হয়, শেঠজী যেন মুঙ্গের থেকে মুক্তিলাভের আশায়, কোন অভিনব পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন।

জগ। এ সন্দেহ অমূলক জনাব।

মীর। উত্তম, কিন্তু পাদুকা প্রহারই আপনার চরম শাস্তি নয়, ইচ্ছা থাকলেও সিরাজ যা করতে সাহস করেন নি—প্রয়োজন বোধে মীরকাশেম তার জন্যে, এতটুকু দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচ বোধ করবে না, বুঝে কাজ করবেন। পরম রাজভক্ত মনে করে আপনাদের মুঙ্গেরে রাখা হয় নি,—রাখতে হয়েছে, গুপ্ত ষড়যন্ত্রের হাত থেকে, দেহের এই ঊর্দ্ধতম প্রদেশটিকে, [মস্তক দেখাইয়া] নিরাপদে রাখার জন্যে।
শাসক মীরকাশেম উপেক্ষা করতে পারে না প্রজার অশ্রুজল, **উৎসন্নে** দিতে পারে না বাংলার শিল্প, বাণিজ্য, স্বাধীনতা—মানুষ **মীরকাশেম**, বিদেশীর অর্থ লালসার বহ্নিতে তার জন্মভূমির সর্ব্বনাশ সাধনে অক্ষম। তথাপি—আমি শান্তি প্রয়াসী—যুদ্ধ আমার কাম্য নয়।

কিন্তু প্রয়োজন হলে, কোম্পানীর নবনগরী কলকাতা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে—, সেই সঙ্গে পলাশীর বেইমানদের শয়তানি ভরা শির, পায়ের তলায় লুইয়ে দিতেও আমি জানি। আলি-ইব্রাহিম—

[আলি ইব্রাহিমের প্রবেশ] ইব্রাহিম, আমি বিশ্রাম চাই বন্ধু—

ইব্রা। আসুন আপনারা [সকলে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল]

মীর। জল-স্থলে প্রজার আকুল আর্ত্তনাদ, সকালে সন্ধ্যায় অভিযোগের পর অভিযোগ, প্রতারণার পর প্রতারণা, অথচ বেইমানদের ছলনার বিরাম নেই, হায় আল্লা— মানুষের নামে কি অদ্ভুত জীবই না তুমি সৃষ্টি করেছ এদেশে। [খাদ্য-পানীয় পাত্র হস্তে জিন্নতের প্রবেশ]

জিন্নত। সমস্ত জেনে শুনে যখন মসনদ লাভের জন্যে লালায়িত হয়েছিলে, তখন বার বার নিষেধ করেছিলাম।

মীর। জানি জিন্নত, এখানে স্বদেশদ্রোহীর অভাব নেই, সব জেনে শুনেই নেমেছি। কিন্তু সামান্য এই কয় বৎসরে, বাঙালী জাতি যে এতখানি মনুষ্যত্বহীন হয়ে উঠেছে—তা ভাবতেও পারিনি!

জিন্নত। বাঙালীর অপমৃত্যু ঘটেছে ভাগীরথী তীরে, পলাশী প্রান্তরে,— এখন রয়েছে—বাঙালীর জীর্ণ কঙ্কাল কিংবা হিম-শীতল শবদেহ। মোগল বাদশাহের বড় সাধের "নন্দন-কানন বঙ্গভূমি" আজ শয়তানের বাসস্থান। হৃদয় যার পবিত্র, সে মুসলমান, মন যার উন্নত, সেইত হিন্দু, কিন্তু কোথায় আজ বাঙলায় সেই সরল সবল হিন্দু-মুসলমান? বাংলার বুক জুড়ে আজ রয়েছে বিশ্বাসঘাতক বেইমানের দল, স্বার্থের খাতিরে এরা না পারে, এমন কুকর্ম্ম জগতে নেই।

মীর। সত্য জিন্নত, বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলার জন্যে প্রাণ দিল, দেশের লোক সে আত্মদানের মূল্য বুঝল না, এই দ্বিতীয় যবনিকায় হয়তো, মীরকাশেমও যাবে, তবুও কি বাঙালী জাগাবে? সময় সময় আমার চোখের সামনে—অতীতের সেই কানন-কুন্তলা,

নদী-মেখলা শস্য শ্যামা বাংলার বুকে, এক অদ্ভুত-কর্ম্মা বলিষ্ঠ বাঙালী জাতির মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটে ওঠে,—যার গৌরবে আগ্রার গৌরব পরিম্লান, যার বুদ্ধিমত্তায়,—সমগ্র ভারত স্তম্ভিত। হায়, পরক্ষণে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, সমস্ত অন্তর আকুল করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে—কি বিরাট জাতির, কি শোচনীয় পরিণতি।

[নেপথ্যে চিৎকার উঠিল—"পাগল—পাগল, পাগলী আছে"। রমণী কণ্ঠের প্রতিবাদ "না না আমি পাগল নই, পাগল নই, যেতে দাও আমায় যেতে দাও"। অকস্মাৎ দ্রুতবেগে মলিনবেশা এক পরমা সুন্দরী প্রবেশ করিল, সম্মুখে মীরকাশেমকে দেখিয়া সকাতরে রমণী বলিতে লাগিল।]

রমণী। দোহাই তোমার, আমি পাগল নই, আমি পাগল নই বাবা, পাগল নই—। (মীরকাশেমের নির্দ্দেশে প্রহরী চলিয়া গেল)

রমণী। (জিন্নতের দিকে চাহিয়া) তুমি আবার কে? তোমরা বুঝি স্বামী-স্ত্রী? বাঃ বেশ আছত। কেমন দিব্যি আরামে—মুখোমুখি বসে দিন কাটাচ্ছ! আমারো ছিল, জানো মেয়ে, আমরাও এই রকম ছিলাম—ঠিক এই রকম। গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান—ফলে ফুলে ভরা বাগান—সুন্দর সাজানো সংসার—কি ছিল না আমার? সংসারের কাজ কর্ম্ম চুকিয়ে ঠিক এই রকম আমরাও গল্প করতাম—ঠিক এই রকম। [রমণী একদৃষ্টে জিন্নতের দিকে চাহিয়া রহিল]

জিন্নত। পাগল!

রমণী। না না পাগল নই. পাগল হলে কি সব মনে থাকে? এই দেখ সব আমি বলতে পারি। (সকাতরে মীরকাশেমের প্রতি)

তুমি—তুমি শুনবে আমার কথা—শুনবে না? (হাসিয়া) কেউ শোনে না—কেউ ফিরে চায় না, কিন্তু আমিতো পাগল নই। (সহসা মীর কাশেমের পা জড়াইয়া ধরিল) তুমি—তুমি বল, আমি পাগল?

মীর। না মা, তুমি পাগল নও।

রমণী। আঃ বাঁচালে বাবা, সবাই কেবল পাগল বলে বলে, পাগল করে তুলতে চায়। কিন্তু আমি ত পাগল নই, সব কথা আমার মনে আছে—বিশ্বাস না হয়—বুক চিরে দেখ, প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে লিখে রেখেছি সমস্ত বুকখানাতে, একটার পর একটা—পুঁথির পাতার মত। শুনবে সে সব ?

মীর। বল।

মরণী। না না, তোমায় বলব না—তোমায় বলবো না—বলবো কেবল একজনকে—যে বাংলা থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে—সেই তাকে। হ্যাঁ বাবা এই তো মুঙ্গের, তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে ?

মীর। কার সাক্ষাৎ তুমি চাও মা ?

রমণী। কার আবার ; বাংলার নবাবের।

জিন্নত। নবাবের সাক্ষাৎ চাও তুমি ?

রমণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা ভিন্ন কাকে আর বলব—কার কাছে আরজি পেশ করবো। কি বলবো জানো ? বলবো—নবাব তুমি ঘুমোচ্ছ ? না হলে তোমার রাজ্যে গোটাকতক বিদেশী—তোমার প্রজার গায়ে হাত তোলে কোন সাহসে, কোন ভরসায় তারা—শান্তিময় পল্লীর বুক থেকে নিদ্রিত স্বামীকে হত্যা করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বাংলার মেয়েকে। এই সব কথা, আরো আছে—অনেক জমা আছে। কি দেখছ তুমি ? বিশ্বাস হোল না বুঝি ; মনে করছ আমি পাগল, না ? দোহাই তোমার আমি পাগল নই—পাগল নই। তিন মাস কোম্পানীর বজরায় কাটিয়েছি—রাতের পর রাত দিনের পর দিন অত্যাচার সয়েছি—তবু পাগল হয়নি। অহরহ ভগবানকে ডেকেছি—প্রার্থনা করেছি—কিন্তু কেউ শুনলো না! ভগবান পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন যে! আমার ডাকে কি তাঁর ঘুম ভাঙ্গে ? (জিন্নতের প্রতি

চাহিয়া) কি দেখছ তুমি আমার দিকে চেয়ে ? তোমার চোখ দুটো অমন ধারা ছল ছল করছে কেন ? মুখের এই দাগ দেখছ বুঝি ? (চিৎকার করিয়া) খপর্দ্দার, এদিকে চেয়ো না—এদিকে চেয়ো না, তিন মাস—তিন মাস ধরে এই মুখখানার উপর দংশন করেছে—সাপের চেয়েও তীব্র বিষ ঢেলেছে এই মুখখানায়—সাপের চেয়েও খল—সাপের চেয়েও হিংস্র শয়তানের দল। খপর্দ্দার এদিকে চেওনা তুমি, তবু দেখছ—সব পুড়ে যাবে, সব জ্বলে যাবে যে—

(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

শুনছ ? মানা করলাম শুনলে না, এখন ফল ভোগ কর। জানি সব জানি, কিন্তু তোমাদের বলবো না (পুনরায় কামান গর্জ্জন)

ঐ এসে গিয়েছে—আবার ধরে নিয়ে যাবে—আবার আবার সেই নরক যন্ত্রনা। না না আর ধরা দেব না, কিছুতেই না। শোন শোন যদি নবাবের দেখা পাও ব'লো, কোম্পানীর সমস্ত নৌকায় রাশী রাশী কামান বন্দুক যাচ্ছে পাটনায়,—নবাব তুমি সাবধান – সাবধান।

(রমণী দ্রুতবেগে উন্মুক্ত গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইল)

জিমূত। শোন শোন—কোথায় যাচ্ছ ? সর্ব্বনাশ হবে।

রমণী। সর্ব্বনাশ ? হাঃ হাঃ হাঃ, সর্ব্বনাশের পথ বন্ধ করে দিচ্ছি যে।

(গবাক্ষ পথে লম্ফ প্রদান)

জিমূত। হায় অভাগিণী !

মীর। পাটনার ফৌজদার কি বিশ্বাসঘাতকতা করল ? তুমি যাও, তুমি যাও জিমূত।

[একদিক দিয়া জিমূতের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া জগৎশেঠ রায়দুর্লভ রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র ও কোম্পানীর দূত "হে"সহ আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ, নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও জয়ধ্বনি]

মীর। ইব্রাহিম—

ইব্রাহিম—জনাব ?

মীর। তোমরা প্রস্তুত ?

ইব্রাহিম। আদেশ দিন কামানে অগ্নি সংযোগ করি।

[কোলাহল ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, মীরকাশেম ইশারায় আলী ইব্রাহিমকে থামিতে বলিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্য। জাঁহাপনা এলিশকে আমরা বন্দী করেছি—সেনাপতি মার্কারের পত্র। [ইব্রাহিম পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন]

"পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিশ, তস্করের মত নিদ্রিত নগরী আক্রমণ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল, এলিশের রণতৃষ্ণা আমরা নিবারণ করিয়াছি, চারিজন ব্যতিত এলিশ সমেত সকল ফিরিঙ্গিকে বন্দী করিয়াছি, কোম্পানীর কামান বন্দুক আমাদের হস্তগত হইয়াছে।"

মীর। সৈয়দ মহম্মদকে জানিয়ে দিন, যেন কোন মতে য়্যামিয়েট কলকাতায় যেতে না পারে। এই ধূর্ত্ত য়্যামিয়েটকে আমি চাই। এত স্পর্দ্ধা ! আমার রাজ্যে বাস করে, আমারই নগর আক্রমণে উদ্যত।

(পরিভ্রমণ করিতে করিতে "হে"কে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা দূত হয়ে আসা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে, এ সংবাদ আমি জানতাম, ব্যক্তিগত ভাবে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তথাপি তুমি আমার বন্দী—

("হে" অভিবাদন করিল, মীরকাশেম সহসা জগৎশেঠ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

বাংলার মসনদের চির হিতৈষী বন্ধু, রাজা রাজবল্লভ, ধনপতি জগৎশেঠ, ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণচন্দ্র, অকৃত্রিম সুহৃদ রায়দুর্লভ, আপনারা কি চান ?

(সকলে নিরুত্তর)

আলী ইব্রাহিম—এই সব মহামানী বন্ধুদের নির্জ্জন-সাধনার ব্যবস্থা করে দিন। বন্ধুগণ যোগাসনে বসে একান্ত মনঃসংযোগে বলুন্—মীরকাশেম বরবাদ হোক—মীরকাশেম জাহান্নামে যাক, সেই সঙ্গে ডুবে যাক বাংলা দেশ, হায় আত্ম-সর্ব্বস্বের দল! (প্রস্থান)

[সকলে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে আলী ইব্রাহিম তাহাদের অন্যদিকে পরিচালিত করিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতায় মীরজাফরের কক্ষ,—মণিবেগম আসীনা

(মীরজাফর ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মণিবেগমকে কহিলেন)

মীর। মণি-মণি, সব দরজা জানলা বন্ধ করে খুব মন দিয়ে শোন।

মণি। সমস্ত বন্ধই আছে, বলুন।

মীর। শোন, কিন্তু খুব সাবধান, যেন প্রকাশ করে ফেল'না। মীরণকে পত্র দিলাম, সে যেন সসৈন্যে এসে আমায় মুক্ত করে—এ অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেয়।

মণি। এখন বিশ্রাম নিন, মীরণ এলে তখন—

মীর। না-না আরও শোন, নন্দকুমারকে দেওয়ানী দেব—নন্দকুমার উপযুক্ত লোক, এবার থেকে তার পরামর্শ মত চলতে হবে—কি বল মণি বেগম?

মণি। বেশত, নন্দকুমারের পরামর্শ মতই চলবেন, কিন্তু এখন অনেক রাত্রি হয়েছে—

মীর। তুমি কিছু বোঝনা মণি, তুমি কিছুই বোঝনা, কত বড় দায়িত্ব আমার মাথার ওপর। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী কি ছেলে খেলা মণিবেগম, যে রাত হয়েছে বলে বিশ্রাম নেব, কত কাজ আমার, দেখত পাশের ঘরে কে এল? বোধ হয় গুপ্তচর।

মণি। কেউ আসেনি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

মীর। ব্যস্ত হব না? ব্যস্ত হব না বললেই হোল, যাও দেখে এস—যাও, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি (যাইতে যাইতে) সবাই যখন কোম্পানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুতা সাধছে, তখন তুমিই বা বাদ যাবে কেন, আমিই দেখি। (প্রস্থান)

মণি। একে পুত্র শোক, তার উপর অহিফেনের ক্রিয়া, হায় হতভাগ্য!

(মীরজাফরের পুনঃ প্রবেশ)

মীর। না কেউ নয়, আমারই ভুল, মণি বেগম? (উপবেশন)

মণি। বলুন।

মীর। দাঁড়াও, কি একটা কথা তোমায় বলব বলে মনে করেছি; আচ্ছা, রাজমহল থেকে মীরণের কি যেন সংবাদ এসেছিল না?

মণি। কই তা'ত জানি না।

মীর। জাননা? আশ্চর্য্য! অথচ আগে শাসন সম্বন্ধে কত উপদেশ দিতে, কত কথা মনে রাখতে, কলকাতায় এসে যেন কি হয়েছ!

মণি। এখন বিশ্রাম নিন, সকালে পরামর্শ করা যাবে।

মীর। বেশ, সেই ভাল (শয়ন, পুনরায় উঠিয়া) মীরণ, মীরণ আসবেত?

মণি। (নিরুত্তর)

মীর। বল, উত্তর দাও।

মণি। নিশ্চয়ই আসবে,—আপনার আদেশ—

মীর। অমান্য করতে পারেনা, না? (শয়ন) মণি-বেগম—(উঠিয়া) [illegible]া, সেত আসতে পারে না, মনে পড়েছে বজ্রাঘাতে—বজ্রাঘাতে—ওঃ (পড়িয়া যাইতে মণি বেগম ধরিয়া ফেলিলেন)

কেন আমাকে লুকোচ্ছিলে, কেন মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছিলে! মীরণত নেই—তার মাথায় হাত দিয়ে কোরাণ স্পর্শের শপথ—তার

প্রতিফল কি অমনি যাবে। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আজ মীরণ নেই, মীরজাফরের নবাবীও নেই।

(সহসা একটী জানালা খুলিয়া যাওয়ায় দিনের আলোক দেখা গেল)।

মীর। আলো—এত আলো, রাত্রিতেও উজ্জ্বল দিনের আলো!

মণি। না জনাব, রাত্রি নয়, দিন।

মীর। কিন্তু তুমি যে বললে রাত্রি।

মণি। দিনের আলোত আপনি পছন্দ করেন না, তাই।

মীর। না—না বন্ধ করে দাও, সবাই জেনে নেবে বেইমান মীরজাফরের কুষ্ঠ হয়েছে—সবাই একসঙ্গে আমায় একলা ফেলে চলে যাবে, বব্বু বেগম আসেনা, তার পুত্রদের দেখা পাইনা। বাকী আছ তুমি—দোহাই তোমার, আমায় ত্যাগ করো না, আমায় একলা ফেলে চলে যেওনা।

মণি। কেন অধীর হচ্ছেন, আমিত এক মুহুর্ত্ত আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিনি। (হস্ত ধারণ)

মীর। ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, মণিবেগম বড় শক্ত রোগ, একবার ধরলে আর নিস্তার নেই, একটু একটু করে প'চে গলে, সমস্ত অঙ্গ বিকৃত হয়ে যাবে। দেখছ—দেখছ আঙ্গুলগুলো কেমন বেঁকে গেছে—কেমন অবশ হয়ে গেছে, একটুও শক্তি নেই। দেখ—দেখ সোজা করতে পারছিনা—মণিবেগম, মণিবেগম!

মণি। কিছুই হয়নি আপনার, কাল্পনিক রোগের ভয়ে কেন আকুল হচ্ছেন? এইত যেমন ছিল তেমনই আছে।

মীর। আচ্ছা মুখের দিকে চেয়ে দেখত?

মণি। ঠিক আছে জনাব।

মীর। না না, তুমি মিথ্যে ভোলাচ্ছ, (দর্পণের নিকট যাইয়া) এইত নাসিকাচর্ম্ম স্ফীত হয়েছে—গণ্ডচর্ম্মে মাংসাঙ্কুর ফুটে উঠেছে—ওঃ (দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন)

মণি। ব্যাকুল হবেন না, ছিঃ জনাব, আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজেনা। চিকিৎসায় অল্পদিনে আরোগ্য……

মীর। আরোগ্য আর এ জীবনে নয় মণি, কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি—এ রোগের চিকিৎসা নেই, আরোগ্যও নেই।

মণি। রোগ যখন আছে তখন তার চিকিৎসাও আছে, অনর্থক ভেবে কি ফল বলুন ?

মীর। কাল-চিন্তার কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্যেইত, অহিফেনের বিষে, নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই, তুমিইত দাওনা। দাও দাও।

মণি। এইত কিছুক্ষণ আগে খেয়েছেন আর কেন ?

মীর। না দাও—বিস্মৃতি চাই, বিস্মৃতি—দেশ বিক্রয়ের বিস্মৃতি—কাল-রোগের বিস্মৃতি। কই দাও – দাও।

মণি। নিন।

মীর। এ যে ওষুধ, এতে কি হবে ?

মণি। খেয়ে ফেলুন শান্তি পাবেন।

মীর। শান্তি পাব, আচ্ছা! (ঔষধ সেবন ও শয়ন)

মণি। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন জনাব।

মীর। ঘুমের নাম করোনা মণিবেগম, ঘুমের ঘোরে-চোখের সামনে ফুটে উঠবে ফিরিঙ্গির লাল পল্টন, ফুটে উঠবে মীরকাশেমের রণ-পতাকা, ভ্যান্সিটার্টের ভৎর্সনা—আমার অক্ষমতায় বাংলা বিহার উড়িষ্যা উৎসন্নে যাচ্ছে!

মণি। মীরকাশেম আপনারই জামাতা।

মীর। [তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে] মীর—কাশেম—আমার—জামাতা—সেকি——পারবে,—যে দিন শক্তি ছিল সেদিন যা পারিনি—আমার আমার সেই কাজ—মী—র—কা-শেম—[নিদ্রা]

[মণি বেগম আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন, ক্ষণকাল পরে মীরজাফর নিদ্রা ঘোরে বলিতে লাগিলেন]

কি আদেশ জনাব, হত্যার প্রতিশোধ নিতে, রঘুজি এসেছে বাংলায়……?
মহারাষ্ট্র দমনে যেতে হবে—[ক্ষণকাল পরে]

ক্ষমা—ক্ষমা কর প্রভু আলিবর্দ্দী—যৌবনের ভোগবাসনা—বিলাস-তরঙ্গ আমায় কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করেছে। রাজদণ্ড হস্তে কে তুমি সুন্দর যুবা—! [শয্যা ত্যাগ করিয়া] বন্দেগী—বন্দেগী নবাব মনসুরোল সিরাজদ্দৌলা, না না আমি? আমি কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নেই অন্নদাতা। একি বীভৎস দৃশ্য—একি মুকুট-শোভিত ছিন্ন শির!
উঃ—সর্ব্বাঙ্গ জলে গেল—সর্ব্বাঙ্গ জলে গেল তোমার তীব্র দৃষ্টিপাতে, দয়া কর—দয়া কর—ফিরিয়ে নাও তোমার জলন্ত দৃষ্টি!

কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করছি—যুদ্ধ করব—যুদ্ধ করব, তবু সেই দৃষ্টি—আর পারি না—কে আছ বাঁচাও—বাঁচাও।

[মণি বেগম প্রবেশ করিয়া মীরজাফরকে জাগরিত করিলেন]

মীর। জল, জল—বড় পিপাসা—মণি বেগম! [জলপানান্তে] চলে গেছে?

মণি। কে?

মীর। তুমি দেখনি? ওহো সে যে স্বপ্ন, তুমি দেখবে কি করে—আর একটু জল দাও। মণি, কতদিন তোমার প্রতি কত অবিচার করেছি, অপমান করেছি, অথচ আজও তুমি একটীও কটু কথা বলনি। আজ বিশ্বাসঘাতক বলে, কেউ মুখ দেখে না, কুষ্ঠের ভয়ে কেউ কাছে আসে না—অথচ সব সময় তুমি আছ ছায়ার মত আমার পাশে। একটি অনুরোধ রাখবে মণিবেগম?

মণি। বলুন।

মীর। আমার কিছু মণিমুক্তা আছে—সে সব তোমায় দিয়ে যাব।

মণি। সেবার মূল্য জাঁহাপনা ?

মীর। না, না—পারিশ্রমিক নয়—যৎসামান্য স্নেহের দান। মৃত্যুর পর তুমি কোথায় দাঁড়াবে ? প্রতিবাদ করো না, প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুদ্রার হীরা জহরত আছে।

জনৈক খোজার প্রবেশ

খোজা। ফিরিঙ্গির কর্ম্মচারী—

মীর। মণি বেগম—মণি বেগম, দেখছ এখানেও কোম্পানীর গুপ্তচর—না, এক দানাও ওরা পাবে না, কিছুতেই দেব না, এক কণাও না।

মণি। যাও এখানে নিয়ে এসো [খোজার প্রস্থান] আপনি অধীর হবেন না। দেখুন, কি জন্যে আসছে।

[মণি বেগমের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া ইংরাজ দূত
ও নন্দকুমারের প্রবেশ]

ইংরাজদূত। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের হইয়া—হামি সুবে বাংলার, নওয়াব বাহাডুরকে সেলাম জানাইলেন।

মীর। পরিহাস করছ সাহেব ?

নন্দ। না জাঁহাপনা, সত্যই কাউন্সিলের সভ্যরা আবার আপনাকেই নবাব নির্ব্বাচন করেছেন।

মীর। অথচ একদিন এরাই আমাকে পদচ্যুত ক'রে, আমারই জামাতা মীরকাশেমের মস্তকে রাজ মুকুট স্থাপন করেছিলেন। নাঃ এ ছেলেখেলার মধ্যে আমি নেই—যাও সব, দূর হও। মীরকাশেমের অপরাধ ?

নন্দ। মীরকাশেমের আদেশে কোম্পানীর দূত য়্যামিয়েট প্রাণ হারিয়েছেন, পাটনার সমস্ত ইংরেজ আজ বন্দী, কাশীমবাজার লুণ্ঠিত।

মীর। কিন্তু, মসনদ ক্রয়ের মূল্য আমার নেই নন্দকুমার।

মণি বেগমের প্রবেশ

মণি। যত টাকা লাগে—আমি দেব জনাব।

মীর। কি বলছ মণি, তুমি?

মণি। হ্যাঁ, আমি দেব, আমি।

মীর। তুমি যখন বলছ—তখন আমার আপত্তি নেই।

ইংরাজদূত। বহুট আচ্ছা—হাপনারা পশ্চাটে আসিবেন। হামি চলিলেন, সু-সমাচার জানাইটে, আভাব।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সিরাজ সমাধি　　　　কাল—দ্বিপ্রহর

লুৎফন্নিসা

এই ভালো, কি বল—মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ—নীচে শ্যাম তৃণ আস্তরণ দূরে কলস্বরা ভাগীরথী। বাঃ চমৎকার তোমার দরবার। হীরা-ঝিলের চেয়েও সুন্দর—চমৎকার! সভাষদ পারিষদ এ সব চাই তো? কেন—ঐ-তো কত গাছ ফলে ফুলে ভরা। মানুষের চেয়ে ঢের ভালো এরা, কেবল স্নেহ দেয় সেবা দেয়, প্রতিদান চায় না, বেইমানীও করেনা কোনদিন। আর কি চাই? নকীব? আমিই নকীব। নবাব মনসুর-উল-মোলক সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী মির্জামহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর।

এবার আরজি পেশ করি? বিচার চাই, বিচার চাই জনাব। বাংলা বিহারের দণ্ডমুণ্ডের প্রভু—যদি বধির না হও তবে শোন—তোমার সহোদর আজ মৃত। কই চমকে উঠলেনা, জিজ্ঞাসা করলেনা কিছু! রোগে মৃত্যু হয়েছে ভেবেছ বুঝি? না না, শাহাজাদা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ছিল—সম্পূর্ণ সুস্থ। আস্তে আস্তে বলি, হয়তো প্রকৃতিও আঁতকে উঠবে এ নিষ্ঠুর কাহিনীতে। জানো জনাব, বেইমানেরা

নিষ্কণ্টক হবার আশায়—শাহাজাদাকে হত্যা করেছে শ্বাসরোধ করে,—দুখানা কাষ্ঠ ফলকের মধ্যে জীবন্ত মানুষকে নিপেষিত করে হত্যা করেছে। বিচার কর তুমি বেইমানীর—বিচার কর নরহত্যার, বিচার কর নিষ্ঠুরতার।

কই? তুমিত সাড়া দিচ্ছনা জলে উঠছ না, ঘুমিয়ে পড়েছ বুঝি? ঘুমালেত চলবেনা, কে আছে আমার—কার কাছে জানাবো আমার মর্ম্মবাণী। ও আমার সঙ্গে বুঝি কথা বলবেনা? কিন্তু কি করবো বল—তোমার গচ্ছিত রত্ন আমি রাখতে পারিনি, তোমার জহরৎ নেই। জহরৎ চলে গেছে—বাংলার নবাবের নয়ন-পুত্তলি অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে ওঃ —। [সমাধিতে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।]

না প্রভু, জহরা নেই সেই ভালো! জানো—সিপাহসালার এসেছিল তার নির্ব্বোধ পুত্রের সঙ্গে জহরতের বিবাহের আশায়। কত বড় অসম্মানের হাত থেকে জহরৎ আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছে।

তবু কথা কইবেনা, তোমাকে ছেরে কোথাও তো যাইনি, হাঁ মনে পড়েছে, দাদুসাহেব ডেকেছিলেন কি না, তাই সেখানে গিয়েছিলাম। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বুঝি, বেশ তো বিশ্রাম নাও। না না, বিশ্রাম তো নিতে পারো না, বাংলার নবাবের বিশ্রাম কোথায়? কথা আছে, কানে কানে বলি—চারিদিকে শয়তান কান পেতে রয়েছে যে।

শোন—জাফরআলির কুষ্ঠ হয়েছে, নবাবীও গেছে—কাশেমআলী এখন বাংলার মসনদে। আর শোন, আবার যুদ্ধ বেধেছে—নবাব আর কোম্পানীতে, এবার পলাশী নয় উধুয়ানালা, উধুয়ানালা দ্বিতীয় পলাশী। দেখছলেত? কত সব সংবাদ রাখছি, আচ্ছা তুমি বিশ্রাম নাও, ঘুম ভাঙ্গলে আমায় ডেকো—কেমন? [যাইতে যাইতে] সেই ছোট্ট একটি নাম, লুৎফা—লুৎফা বলে ডেকো।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গের, দুর্গ-উদ্যান কাল—অপরাহ্ন

[মীরকাশেম ও জিন্নত-মহল আসীন]

মীর। যুদ্ধের দায়ী আমি নই জিন্নত। পাটনা আক্রমণ, য়্যামিয়েটের মৃত্যু, এর মধ্যে আমার অপরাধ কোথায়? য়্যামিয়েট নিজের মৃত্যু নিজে ঘটিয়েছে। অসহিষ্ণু ফিরিঙ্গি যদি আমার কর্মচারিদের হত্যা না ক'রত, সৈয়দ-মহম্মদ তাকে বন্দীই ক'রত, হত্যা ক'রত না। আমার অপরাধ কোথায়?

জিন্নত। জানি, তুমি কোন দোষে দোষী নও, কিন্তু তবুও আমার কেমন ভয় হয়, মনে হয়, তোমার গৌরব-রবি অস্তমিত হতে চলেছে—

মীর। আর ফিরিঙ্গির গৌরব সূর্য্য, ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগরের বক্ষ হ'তে উদিত হ'য়ে ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত ক'রতে চলেছে?—যদি তাই হয়, তবুও সন্ধি অসম্ভব।

জিন্নত। কিন্তু কাটোয়া গিরিয়ায় তোমার পরাজয় ঘটেছে, কোন স্থানেই ত শক্তির অভাব ছিল না!

মীর। কাটোয়া গেছে, গিরিয়া গেছে, সেই সঙ্গে গেছে বীর শ্রেষ্ঠ তকী খাঁ, আমার চিরবিশ্বাসী বদর
দুর্জ্জেয় রহস্যে আবৃত। বাঁশলীর খর
তৃণের মত ভেসে যাচ্ছিল, তখন মার্ক
তাদের আক্রমণ ক'রলনা।

জিন্নত। তবে কেন সন্ধিতে অমত ক
ত নিয়েছে সৈন্য চালনার দায়িত্ব।
দূর ক'রতে পারছিনা,—উধুয়ানালা—

মীর। উধুয়ানালা—উধুয়ানালায় জয় সুনি

খুলিয়া] এই উধুয়া-গিরিসঙ্কট, এই আমার দুর্গ, দুর্গমধ্যে চল্লিশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য। সঙ্গে আরটুন, সমরু, আসাদ্দৌলা, দেশী-বিদেশী সেনানায়ক। এই দুর্গ প্রাচীর, প্রাচীরে শ্রেণীবদ্ধ কামান, উধুয়ায় জয় সুনিশ্চিত।

জিন্নত। সুনিশ্চিত জয় ?

মীর। নিশ্চয়। তিন সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু ফিরিঙ্গি সেনাপতি আজ পর্য্যন্ত তোপমঞ্চ বাঁধতে পারে নি।

[আলি ইব্রাহিমের প্রবেশ]

আলি ইব্রাহিম। জাঁহাপনা, তিনটি তোপমঞ্চ থেকে কোম্পানীর সেনা অবিরাম গোলা বর্ষণ সুরু ক'রেছে, কিন্তু কোন গোলাই এ পর্য্যন্ত দুর্গ-প্রাচীর স্পর্শ ক'রতে পারেনি।

মীর। য়্যাডামস্ যত পারে গোলা নিক্ষেপ করুক, দুর্গ আমার চির অটুট ইব্রাহিম। সমরুকে জানিয়ে দিন, যেন তারা আক্রমণ না করে। উধুয়ায় পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করে, য়্যাডামস্‌কে কলকাতায় ফিরতে হবে! আমার আদেশ—যেন কোনমতে দুর্গত্যাগ ক'রে, কেউ আক্রমণ না চালায়। [আলী ইব্রাহিমের প্রস্থান]

জিন্নত। সত্যিই কি উধুয়ানালা তোমার অজেয় দুর্গ ?

মীর। উধুয়ার দুর্গ অধিকার, শুধু ফিরিঙ্গি কেন—যে কোন শক্তির পক্ষে অসম্ভব।

জিন্নত। যদি কোন দুর্ব্বল স্থানে আঘাত হেনে—

মীর। না না, তা হ'তে পারে না, উধুয়ার গিরিবর্ত্মে—

[হঠাৎ থামিয়া মানচিত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন]

জিন্নত। উধুয়ার গিরিবর্ত্মে—

মীর। কেবল একস্থানে,—মাত্র এইস্থানে জলগও খুব অগভীর।

[অকস্মাৎ] না, না, জলগঙের সমস্ত স্থান গভীর জলরাশি দ্বারা পূর্ণ, গভীর জলরাশি সমুদ্রের মত গভীর—অতলস্পর্শ।

জিন্নত। কেন ব্যাকুল হচ্ছ, এখানে ত কেউ নেই।

মীর। না থাকুক, তথাপি ভুলে যাও জলগঙের কথা। জলগঙের একথা কেউ জানেনা। দোহাই জিন্নত, দোহাই……

জিন্নত। স্থির হও, স্থির হও তুমি।

মীর। চল চল, বহুকাল পরে আজ নৃত্যগীতের ব্যবস্থা ক'রে এই অসতর্ক উক্তিকে ভুলতে হবে, চল জিন্নত। আজ সমস্ত রাত্রি ধরে চলবে অবিরাম নৃত্য-গীত-উৎসব।

(উভয়ের প্রস্থান—জগৎশেঠের প্রবেশ)

জগৎ। জলগঙ—জলগঙ, জলগঙেই বাধাবো যত গণ্ডগোল। জয়, সুনিশ্চিত জয়, জলগঙের জল যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প, সেই স্থান দিয়ে, নৈশ-অন্ধকারে, কোম্পাণীর সেনা নির্ব্বিঘ্নে দুর্গমূলে উপনীত হবে। তারপর? তারপর ঘুমন্ত নবাব শিবিরে হাহাকার, জয়?—সুনিশ্চিত জয়ের পরিবর্ত্তে পরাজয়ের হাহাকার।

(নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত—গর্গিণের প্রবেশ)

গর্গিন। শেঠ জলডি আও, আজ জলসা হোবে। নওয়াব বাহাডুর আজ বহুট খুস। আজ কিল্লামে জলসা হোবে।

জগৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ জলসা হবে। জলসা, মীরকাশেমের নবাবীর এই প্রথম, আর এই শেষ জলসা। এর পরে যে কেঁদে কেঁদে চোখ খসে যাবে।

গর্গিন। কাঁডিটে হোবে কেনো? উটুয়ামে হামি লোক জরুর জিঠিবে।

জগৎ। হামি লোক কাকে ব'লছ গর্গিন? তোমার চামড়া না সাদা? নবাবের জয়ে তোমার উল্লাসের কি থাকতে পারে?

গর্গিন। টুমি কি বলটেচ শেঠ?

জগৎ। শেঠ ঠিক কথাই ব'লছে। নবাবের জয়ে তোমাদের সাদা চামড়াকে আর এদেশে থাকতে হবে না, বুঝেছ ?

গর্গিন। উহা বুজিয়া হামার ডরকার নেই, হামি নবাবের নিমক খাইয়াচে—

জগৎ। আর আমাদের টাকা খাওনি ? আমাদের খেয়ে ভাই পেত্রুকে চিঠি দাওনি ? শোনে গর্গিন—কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ আর আমি যদি তোমার বিশ্বাস ঘাতকতার কথা নবাবকে বলি, তাহ'লে ?

গর্গিন। শেঠ, শেঠ, হামাকে মাফি করিটে হইবে। হামিটো কসুর করিলনা, হামার কি অপরাধ !

জগৎ। বেশ, তাহলে যা বলি শোন।

গর্গিন। বোলো !

জগৎ। তোমার শিক্ষিত পারাবত, তোমার খবর ভেজ্‌নেওয়ালা পন্‌ছি, আমায় দিতে হবে।

গর্গিন। না, না, জানি উহা, হামি ডিটে পারে না, উহা হামার—

জগৎ। বেশ, তাহ'লে জলসাতে গিয়ে সব প্রকাশ করি ?

গর্গিন। না, না, শেঠ—রণজ্ মট্ হোনা।

জগৎ। এই নাও [কণ্ঠহার প্রদান] এর পর আরও পাবে। কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভ সবাই তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেবে।

গর্গিন। কিন্টু হামারা পণ্‌ছি ক্যালকাটামে হামার বাই'কো পাশ যাবে।

জগৎ। তাতেই হবে, তাতেই হবে। কলকাতা থেকে সংবাদ আসবে উধুয়ানালায়—তারপর, আমাদের মুক্তি, রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র সকলের মুক্তি—পারাবত প্রথমে যাবে পেত্রুর কাছে— (আমুরখাঁর প্রবেশ)

আমুর খাঁ। আপনারা চলুন, নবাব আপনাদের অপেক্ষা করছেন।

জগৎ। চল, চল, এস গর্গিন। (উভয়ের প্রস্থান)

আমুর খাঁ। পেত্রু ? পেত্রুর নাম এখানে কেন ? (চিন্তিত ভাবে প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

স্থান—সিরাজ সমাধি,　　　　　　　　কাল—সন্ধ্যা

সমাধির চারিদিকে মৃন্ময়-প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে নতজানু লুৎফন্নিসা

গীত

ঘুমাও—
ঘুমাও ক্লান্ত পথিক ওগো
　　　শান্ত তরু-ছায়া তলে।
তোমার সাথে ঘুমায় রাতি
　　　মোর এ কাতর আঁখিজলে।
তোমার চোখের স্বপন লেখা,
　　　মাটির বুকে পড়লো ঢাকা
তোমার বাণী আকাশ বুকে—
　　　তারা হয়ে উঠলো জ্বলে।

[গীতান্তে লুৎফন্নিসা সমাধি সংলগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন]

প্রভু—রাজাধিরাজ, লুৎফার জীবন সর্ব্বস্ব, তোমার আশীর্ব্বাদে যেন বাংলার ভেদাভেদ, স্বার্থপরতা বেইমানী সব দূর হয়ে যায়। দেখছ ত? তোমার নফর কাশেমআলি, তোমারি আরব্ধ কর্ম্মে নিজের প্রাণ সর্ব্বস্ব করে দাঁড়িয়েছে, কাশেমআলিকে তুমি শক্তি দাও সাহস দাও প্রিয়তম। আমি তাকে ক্ষমা করেছি—আমার অনুরোধ, তুমি মার্জ্জনা কর তার পূর্ব্ব অপরাধ।

[লুৎফন্নিসা সমাধিতে মস্তক স্থাপন করিলেন, নেপথ্যে তোপধ্বনি সহ চীৎকার—"মীরজাফর বাহাদুরের জয়]

লুৎফা। আবার—আবার মীরজাফর—বেইমান মীরজাফর।

[নেপথ্যে—"নবাব মীরজাফর বাহাদুরের জয়"]

লুৎফা। একি জয়ধ্বনি—না আর্ত্তনাদ! আবার বেইমানী, আবার ব্যর্থ কি সব আয়োজন? ঘুমাও ঘুমাও তুমি, আমি আর তোমায় বিরক্ত করবনা, আরতো জানাবার কিছু নেই। ঘুমাও ঘুমাও প্রভু, ঘুমাও বাংলার নবাব।

[লুৎফন্নিসা সমাধিসংলগ্ন হইলেন, নেপথ্যে ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গের দুর্গ। কাল—প্রভাত।

জিন্নতমহল ও আলি ইব্রাহিম

আলি। কাটোয়া গিরিয়ার পরাজয়ে নবাব কিছুমাত্র বিচলিত হননি, কিন্তু উধুয়ানালার পতন সংবাদে তিনি আজ ধৈর্য্যচ্যুত!

জিন্নত। সমরু, আরটুন, মীরনসিব, আসাদ্দৌলার মত রণনিপুণ সেনাপতি সঙ্গে চল্লিশ হাজার সেনা, তবুও উধুয়ানালার পতন! আশ্চর্য্য!

আলি। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই বেগম সাহেবা, প্রতি যুদ্ধেই আমরা প্রতারিত হয়েছি।

জিন্নত। এত আশা, এত বিপুল আয়োজন, সব ব্যর্থ।

আলি। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুইই আছে হুজুরাইন, কিন্তু বেইমানীতে জয় ব'লেতো কিছু নেই। কাটোয়ায় তকি খাঁ প্রাণ দিল, নেমকহারামের দল শুধু মজা দেখলে। সৈয়দমহম্মদ, মুর্শিদাবাদ শত্রুকে বিলিয়ে, গিরিয়ায় দেখাল যুদ্ধের অভিনয়। বেগম সাহেবা, গিরিয়াতে মীর-নসিব আর বদরুদ্দিন ভিন্ন একজনও যুদ্ধ করেনি, এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি। বিশ্বাসঘাতকতা না করলে, পলাশী কিংবা উধুয়া

—শুধু উধুয়া কেন - গিরিয়া কাটোয়া কোন যুদ্ধেই আমরা পরাজিত হতাম না। নবাব আসছেন তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করুন।

[আলি-ইব্রাহিমের প্রস্থান অপর দিক দিয়া মীরকাশেমের প্রবেশ হস্তে মানচিত্র]

মীর। কাটোয়া গিরিয়া উধুয়ানালা—প্রতিস্থানে অপরিমিত আয়োজন, বিপুল সেনা সন্নিবেশ, দুর্ভেদ্য স্থান নিরুপণ—তবুও পরাজয়। ভাগ্য বিড়ম্বনা. না প্রতারণা? সিরাজদ্দৌলার সময় দেশীয় সেনাপতিরা নেমকহারামী করেছিল, নিযুক্ত করলাম বিদেশী কর্ম্মচারী তবুও পরাজয়! কেন—কেন?

জিন্নত। নবাব—

মীর। উধুয়ার সংবাদ জান জিন্নত?

জিন্নত। জানি।

মীর। কারণ কিছু স্থির করতে পেরেছ?

জিন্নত। কারণ যাই হোক তুমি বিচলিত হ'য়োনা. তোমার সেনা সামর্থের অভাব নেই।

মীর। বিচলিত আমি নই জিন্নত—তবে কিছুতেই স্থির করতে পারছি না, কেন এমন হচ্ছে। কেন প্রতি যুদ্ধে আমার সেনা বহন করে আনছে পরাজয়ের কলঙ্ক কালিমা, অথচ—অথচ কোন ক্রটি আমি রাখিনি।

জিন্নত। অন্যের ওপর নির্ভর না করে, নিজে সৈন্য চালনা কর, হয়তো পরিচালনায় কোন ক্রটি—

মীর। নিজে যাবো? নিজে যাবো যুদ্ধক্ষেত্রে? জিন্নত—অকপটে এ কথা বলছ তুমি, সত্য বল—সত্য বল জিন্নত-মহল?

জিন্নত। আমায় কি সন্দেহ হয়?

মীর। সন্দেহ? —সময় সময় মনে হয়, মীরকাশেমের বিশ্বাসযোগ্য মানুষ বুঝি জগতে নেই।

জিন্নত। আমাকে কি বেতনভুক কর্ম্মচারী ভেবেছ ?

মীর। না না, তা ভাবিনি, তবে এও ভুলিনি—তুমি মীরজাফরের কন্যা—

জিন্নত। কাশেম—

মীর। যাও বিরক্ত ক'রো না।

জিন্নতের প্রস্থান

মীরকাশেম চিন্তিতভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন,

সেখ মহম্মদ আস্থরের প্রবেশ

আস্থর। জনাব

[মীরকাশেম আস্থরের প্রতি চাহিলেন]

আস্থর। দীন বান্দার এক আরজি আছে জনাব।

মীর। বল।

আস্থর। জনাব, শেঠজী আর গর্গিন খাঁ—

মীর। জগৎশেঠ আর গর্গিন খাঁ ? তারপর ?

আস্থর। জলসার দিন এই দুজনে কি সব পরামর্শ করছিল, আমার কানে শুধু গোজা পেক্রর নামটা এলো। আজ দেখছি তাদের বড় আনন্দ।

মীর। আলি ইব্রাহিম আছে এর মধ্যে ?

আস্থর। না জনাব, পরাজয়ের সংবাদে আলি সাহেব ভিন্ন কারুর প্রাণে এতটুকু দুঃখ নেই, সবাই যেন পরাজয়ই চাচ্ছিল।

মীর। আগে বলনি কেন আস্থর খাঁ ?

আস্থর। একটা সামান্য কথার যে এতখানি দাম, তা বুঝিনি জনাব।

মীর। এ সংবাদের বিনিময়ে তুমি কি চাও মহম্মদ আস্থর ?

আস্থর। আমি আপনার বান্দার বান্দা জনাব।

মীর। না না, তুমি বান্দা নও—তুমি আমার বন্ধু, আমার ভাই। তুমি আমায় এক বিরাট চিন্তার কবল থেকে রক্ষা করেছ। কেবলি মনে হোত, আমার সেনা বুঝি আজও সম্পূর্ণ শিক্ষা পায়নি,

তাই বুঝি প্রতি স্থানে, প্রতি যুদ্ধে—এই মর্ম্মভেদী পরাজয় ! মহম্মদ তোমার কথা চিরদিন মনে থাকবে। যদি কখনও দিন পাই, যদি আত্ম-বিস্মৃত স্বার্থপরদের কবল হতে দেশকে মুক্ত করতে পারি, সেদিন, সেইদিন তোমার ঋণ আমি শোধ করব ভাই, কিন্তু আজ, এই জগৎশেঠের দল আর গর্গিন খাঁকে আমার সামনে নিয়ে এসো,—আমার নবাবীর শেষ বিচার করতে দাও। (মহম্মদ আস্করের প্রস্থান)

মীরকাশেম—নিজেকে বড় চতুর মনে করতে, না ? তুমি মূর্খ,—তুমি অন্ধ—তুমি বেকুফ্। আরমানী গ্রেগরী, গর্গিন খাঁ নাম গ্রহণ করায়, তুমি তাকে বিশ্বাস করলে ! অপদার্থ। এতদিন কুজ্ঝটিকায় সব আবৃত ছিল, আজ কুহেলিকার আবরণ খসে পড়েছে—আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কাটোয়া, গিরিযা, উধুয়ানালা—সমস্ত—সমস্ত পরাজযের মূলে, এই ভণ্ড—ধর্ম্মত্যাগী গ্রেগরী। (আলি ইব্রাহিমের প্রবেশ)
চিন্তিত কেন ইব্রাহিম ? আনন্দ কর—আনন্দ কর, আল্লার বান্দা মীরকাশেম আজ মৃত্যুর উৎসবে বেইমানীর প্রতিশোধ নেবে,—আজ আনন্দের দিন, বিপদ মুক্তির দিন।

ইব্রাহিম। অধিক চিন্তায় দেহ-মন দুই ভেঙ্গে যায়, জনাব।

মীর। চিন্তা,—কিসের চিন্তা ? কোম্পানীর ফৌজ তিনস্থানে জয়ী হয়েছে ব'লে ? না ইব্রাহিম, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ। আমি শুধু সাগ্রহে, আমার অতিথি—বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগৎশেঠ-রাজবল্লভের দল, আর আমার হিতকামী পরামর্শদাতা গর্গিনখাঁর, প্রতীক্ষা করছি।

ইব্রাহিম। উধুয়ার জন্যে এঁরা দায়ী নয় জনাব। শেঠেরা অন্য সময় যে কাজই করে থাকুন, এখানে ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই, সব সময় নজর বন্দী। গর্গিনখাঁ কোন যুদ্ধেই সৈন্য চালনা করেনি জাঁহাপনা।

মীর। ব্যস্ত হয়ো না ইব্রাহিম, শান্ত দর্শকের মত—শুধু দেখে যাও শয়তানীর ভেল্কি, শুধু বেইমানীর ইন্দ্রজাল।

(রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠের প্রবেশ)

জগৎ। জাঁহাপনা কি শেষে, আমাদের ধর্ম্মে পর্য্যন্ত হাত দিতে চান ?

কৃষ্ণ। স্নান করে সবেমাত্র জপে বসেছি, অমনি আস্থর খাঁর তম্বি—

মীর। আস্থর খাঁর ত্রুটির জন্যে মাপ চাইছি রাজা, কিন্তু আজ এত ঘটা করে জপতপের অর্থ কি বলতে পারেন ?

জগৎ। আপনার মঙ্গল কামনায়, শ্রীভগবানের চরণে আমরা প্রার্থনা করি জনাব।

মীর। (দৃঢ়স্বরে) আমি যদি বলি উধুয়ার পরাজয়েই—এ উৎসব ?

জগৎ। (সভয়ে) জাঁহাপনা।

মীর। প্রচুর অর্থের প্রলোভনে, গর্গিনকে মধ্যস্ত রেখে কি—

(গর্গিন খাঁর প্রবেশ)

গর্গিন খাঁ, তোমায় আমি বিশ্বাস করতাম—নেমকহারাম বেইমান

গর্গিন। হামি কুছু জানে না, your majesty—

মীর। তোমার বন্ধুরা যা বলছেন, সব সত্যি ?

কৃষ্ণ। আমরা ? জাঁহাপনা—আমারত—

মীর। কৃষ্ণচন্দ্র, গর্গিন নিজে কি বলতে চায় বলুক।

(ইত্যবসরে জগৎশেঠের ইসারায় গর্গিন খাঁ পিস্তল বাহির করিয়া মীরকাশেমকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ আস্থরের গুলিতে গর্গিন লুটাইয়া পড়িল)

গর্গিন। শেঠ—শেঠ—হামাকে।……(মৃত্যু) (জিন্নতের প্রবেশ)

মীর। দেখছ জন্নত, কেন যুদ্ধে যাই না। আমারই প্রাসাদে, আমায় হত্যার কল্পনা যারা ক'রতে পারে, তারা কি রণস্থলে—শত্রুর হাতে সমর্পণ করতে পারত না ?

জিন্নত। এতখানি বুঝিনি জনাব!

মীর। ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম। ভণ্ডকে চেনা দুঃসাধ্য জাঁহাপনা।

জগৎ। দোহাই আপনার, এই শেষবার মার্জ্জনা করুন।

মীর। মার্জ্জনা — হাঃ হাঃ হাঃ—

কৃষ্ণ। আমাদের মারবেন না, দোহাই আপনার আপনার পায়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি—　　　　(পদধারণ)

মীর। না না, তোদের ক্ষমা নেই, তোদের ক্ষমা নেই। স্বার্থের খাতিরে, যারা বিদেশীর পদতলে নিজের দেশকে লুটিয়ে দিতে চায়, সেই সব বেইমানদের মীরকাশেম ক্ষমা করে না।

ইব্রাহিম, এই দণ্ডে এই চার বিশ্বাসঘাতকের পাপ জীবনের অবসান কর, —এরা বেঁচে থাকলে — সহস্র পলাশী উধ্বার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

(ইব্রাহিমের বন্দূক গ্রহণ)

জগৎ। জনাব, জনাব, মা গঙ্গার নামে শপথ করছি, জীবনের বিনিময়ে, আমার যথা সর্ব্বস্ব আপনাকে অর্পণ করছি দোহাই আপনার আমায় প্রাণে মারবেন না।　　　　(ইব্রাহিম গুলি করিতে উদ্যত)

মীর। দাঁড়াও, বন্দুকের গুলিতে এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে, না-না, এ সুখ-মৃত্যুর অধিকারী এরা নয়! এদের নিক্ষেপ কর, নিক্ষেপ কর গঙ্গার অতল গর্ভে। ধরনীর পাপ ভার লাঘব করতে যদি গঙ্গার সৃষ্টি হয়ে থাকে—তবে গঙ্গাগর্ভ ভিন্ন এত পাপের বোঝা কে বহন করবে? যাও—নিয়ে যাও।

(সকলকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

মীর। স্বাধীনতা,—বাংলার স্বাধীনতা—অসম্ভব! আত্মপ্রেমী বাঙালীর হিংসা দ্বেষে, বাংলা বিহারের বাতাস আজ বিষাক্ত।

(কামান গর্জ্জন)

কোম্পানীর ফৌজ এগিয়ে আসছে, সঙ্গে আছে মীরজাফর। বাংলার মসনদকে নিলামে চড়িয়ে, জাফরআলি তাকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেছেন— (কামান গর্জ্জন)

একদিন সিরাজদ্দৌলাকে তাঁর বড় সাধের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ ক'রতে হয়েছিল, আমাকেও মুঙ্গের ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু—এই লুব্ধ কোম্পানীকে আমি—রেহাই দেব না। আবার নূতন পলাশী উধুয়ানালায়— প্রতিশোধ নিতে হবে, প্রতিশোধ,—প্রতিশোধ উধুয়ার—প্রতিশোধ পলাশীর।

কিন্তু এখানে নয়—এখানকার বাতাস আমায় পাগল ক'রে দেবে— চারিদিকে বেইমানী চারিদিকে স্বার্থপরতা, চারিদিকে নিমকহারামী। বিশ্বাস নেই, মায়া নেই—মনুষ্যত্ব নেই।

(ঘন ঘন কামান গর্জ্জন হইতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বিস্তৃত শিবির শ্রেণীর একাংশ, স্থানে স্থানে স্তরে স্তরে
রক্ষিত কামান বন্দুক অস্ত্রাদি]

জিন্নত মহল ও আস্গর খাঁ।

জিন্নত। আস্গর খাঁ।

আস্গর। মা।

জিন্নত। কোন উপায় নেই।

আস্গর। আমি কি উত্তর দেব হুজুরাইন!

জিন্নত। একবার শুধু আমি উজীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই!

আস্গর। তার ফল কি ভাল হবে মা? উজীরের শিবিরে কোম্পানীর দূত হামেসা আসছে যাচ্ছে। নবাবকে যে অপমান করতে পারে, সে কি আপনার সম্মান রাখবে।

জিন্নত। সম্মান! সম্মানের ভয় আমার নেই আস্গর খাঁ। যেদিন উজীরের দরবার থেকে স্বামী আমার অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন, সেদিন থেকেইত—মান—সম্মান—সম্ভ্রম সব গেছে। কোন উপায়ে—যদি একবার আমায় নিয়ে যেতে পার, একবার যদি সুজাদ্দৌলার সামনে দাঁড়াতে পারি—শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করবো,—এলাহাবাদের সন্ধির কথা কি মনে পড়ে উজীর? মনে পড়ে কি উজীর-সাহেব? —কোরাণের আবরণে লেখা আমন্ত্রন—লিপির কথা? তবে কেন—আজকের এই দুর্দ্দিনে - এই লাঞ্ছনা এই অপমান।

আস্গর। শুনেছি মা, হিন্দুর কেতাবে আছে—দুঃসময়ে পোড়ামাছ বেঁচে উঠে সাত্‌রে পালায়, ছোট্ট একটা পাখী—পরনের কাপড়খানা পর্য্যন্ত

নিয়ে উড়ে যায়। আজ দেখছি—সব সত্যি, একটুও মিথ্যে নয়। না হলে সোলেমান কি আশ্রয় পায় উজীরের, উজীর-সাহেব কি দরবারের মধ্যে অপমান করতে পারে নবাবের, সবই বরাত - সবই নসিব !

জিন্নত। এমন দুরবস্থা যেন পরম—শত্রুরও না হয়! কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উধুয়ানালা, মুঙ্গের, পাটনা—কোন স্থানে কোম্পানীকে বাধা দিতে পারলাম না, অথচ নবাবের শক্তির তুলনায়, কোম্পানীর শক্তি কত তুচ্ছ—কত নগণ্য।

আস্থর। পরাজয়ের পর পরাজয়েও আশা ছিল, কিন্তু এই হৃদয় হীনতা— এই অপমানের বোঝা, নবাবকে যেন পাগল করে তুলেছে।

জিন্নত। আজতো আমাদের কেউ নেই আস্থর খাঁ, একমাত্র সম্বল তুমি, তুমি বল - আমি কি করবো, কি করে আমার স্বামীকে প্রবোধ দেব ? —দীন—দরিদ্র বেশে, জীর্ণ কন্থা পরিধানে—বাংলার স্বাধীন নবাব, হায় বিধিলিপি।

আস্থর। পরে কি আছে জানিনা মা, কিন্তু এখন কোন রকমে যদি—এই ফকির—বেশ ছাড়িয়ে কিছু খাওয়াতে পারেন, তার ব্যবস্থা করুন।

জিন্নত। দেখতে দেখতে পাঁচটি দিন চলে গেল, মুখে একটি দানা পর্য্যন্ত পড়েনি তাঁর ; আস্থর খাঁ—তুমি আমায় দয়া কর, আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমায় বাধা দিওনা বাবা !

আস্থর। (দুই হাতে কান ঢাকিয়া) হায় আল্লা—এ তোমার কোন বিচার ! (পদতলে বসিয়া) মা, আমি তোমাদের দীন-বান্দা আর শুধু মুশলমান—শুধু মুশলমান। উজীরের শিবিরে যেতে চাও ? বাধা দেবনা, কিন্তু মা—তুমিও যে অসুস্থ।

জিন্নত। আমার জন্যে ভেবোনা আস্থর খাঁ, হায়, আমার যদি মৃত্যু হোত এর পূর্বে। শুধু আমার জন্যেই নবাব আজ বেশী রকম চিন্তিত, আজ

আমি তাঁর কাছে একটা বোঝা ভিন্ন কিছু নই! না হলে, কি এমন অপরাধ আমি করেছি, যার জন্যে আজ আমার এত বড় শাস্তি! আমাকেও কি তিনি আজ ভুলে গেলেন ?

[নেপথ্য হইতে মীরকাশেম বলিলেন —"কে —কে কথা কইছে এখানে।"]

[মীরকাশেমের প্রবেশ, আম্বরখাঁর প্রস্থান]

মীর। ও—জিন্নতমহল বাংলার বেগম সাহেবা। তুমি কাঁদছ কেন জিন্নত ? আমার এই অপূর্ব্ব রাজ-বেশ দেখে—কাঁদো কাঁদো, প্রাণভরে কাঁদো, অনেকটা শান্তি পাবে—শান্তি পাবে।

[দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত] হায়! যদি কাঁদতেও পারতাম!

জিন্নত। প্রভু—স্বামী! [মীরকাশেমের হস্তধারণ]

মীর। উঃ, কি উত্তপ্ত তোমার হাতখানা জিন্নত, না—না—, ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা আমায়, মীরজাফরের রক্ত রয়েছে তোমার শরীরে, যার প্রতিটি বিন্দুতে মিশে রয়েছে—বেইমানী আর বিশ্বাস ঘাতকতা। যাও, দূর হও—দূর হও। তবু চেয়ে আছ একদৃষ্টে, চোখ দুটো উপড়ে ফেলে দেব, উপড়ে ফেলে দেব "কর্ম্মনাশার" জলে। চোখের জলে আমি ভুলিনা। বুঝেছি? এখানেও মীরজাফরের কুটিল—কৌশল, এখানেও কুমন্ত্রনা—এখানেও ষড়যন্ত্র। আর কেন ছলনা সুন্দরী? যাও মুর্শিদাবাদে, রাজ্য ভ্রষ্ট মীরকাশেমকে কি প্রয়োজন তোমার? মীরজাফরের রাজ্য আছে—অর্থ আছে—সেনা আছে, যাও—বাপের আদরিণী, যাও দূর হও। তবু চেয়ে রয়েছ? না—না—না, আমার কেউ নেই—কিছু নেই, কিন্তু তুমি আছ—তুমি আছ—আমার জিন্নত—আমার জিন্নত মহল।

[জিন্নত মহলের পার্শ্বে উপবেসন]

জিন্নত। চল প্রভু, শিবিরে চল।

মীর। শিবিরে, না, শিবিরে নয়। শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে

শিবির জলে উঠবে—জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাবে মীরকাশেম। জানো? এসব ষড়যন্ত্র চলছে।

জিন্নত। তবে চল এখান থেকে চলে যাই।

মীর। হাঃ হাঃ হাঃ, তোমারই সুখী জিন্নত, তোমারই সুখী। দুনিয়ার কিছু জানো না, কিছুই বোঝ না—বুঝতেও চাও না—দুঃখ পেলে কাঁদতে পারো—সুখে আত্মহারা হও, তোমারই সুখী—তোমরাই সুখী। কোথায় যাবো জিন্নত? যাবার কি পথ আছে? উজীরের সেনা সমস্ত পথ আগলে পাহারা দিচ্ছে। রাজ্য নেই—অর্থ নেই—ঐশ্বর্য্য নেই, তবুতো আমি মীরকাশেম—আমার মৃত দেহেরও একটা মূল্য আছে জিন্নত।

[নেপথ্যে চীৎকার উঠিল—"আগুন—আগুন—আগুন"। সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের একাংশ জ্বলিয়া উঠিল]

মীর। দেখছ, দেখছ—আগুনের লেলিহান শিখা, ঐ আগুনে মীর-কাশেমকে জীবন্ত দগ্ধ করবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। যাক সব পুড়ে ছারখার হয়ে—সারা হিন্দুস্থান জলে উঠুক, জ্বলবে না? আমি জ্বলছি—হিন্দু-স্থানও জ্বলবে, হাঁ—আলবাৎ জ্বলবে। কেমন আতশবাজির খেলা কেমন ভেল্কি দেখছ জিন্নত?

[কামানের গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে জনকয়েক সৈন্যের প্রবেশ, সঙ্গে সমরু]

মীর। সমরু।

সম। জাঁহাপনা।

মীর। কামান নিয়ে কোথায় চলেছ?

সম। হামি নকরী গ্রহণ করিয়াচে নবাব বাহাড়ুর।

মীর। কার নোকরী নিয়েছ সমরু।

সম। সুজাদ্দৌলা বাহাড়ুরের হুজুর।

মীর। ও—তা আমার অস্ত্র নিয়ে কেন?

সম। কামান বণ্ডুক হাপনার কি ডরকার নবাব বাহাডুর, হাপনার কিছু ডরকার নাই ইহাটে।

মীর। কত টাকা পাবে সেখানে ?

সম। হামার যাহা ডরকার।

মীর। গর্গিনখার নফর ছিলে, বিশ্বাস করে সেনাপতির সম্মান দিয়েছিলাম—তার এই প্রতিদান নিমকহারাম!

সম। [হাসিয়া] হামি নিমকহারামী শিখিলো হাপনার ডেশের মাটিতে, নিমকহারামী হাপনার মাটির ডোষ নবাব। কামান বণ্ডুক হামি নিয়াচে, কিণ্টু, হাপনাকে হামি ডয়া করিটেচে, বহুট ডয়া করিটেচে। হামি জানে হাপনাকে কয়েড্ করিয়া ডিলে বহুট নাফা আচে, কিণ্ট টাহা হামি করিল না। কামান বণ্ডুক হাপনার ডরকার না আচে—হাপনার নবাবী বরবাড হোয়েচে। যাহার রূপেয়া না আচে উহাকে ওয়াল্টার "রেণহডে্" সেলাম না ডেয়—টাহার নোকরী ডি না করে

[শিস দিতে দিতে প্রস্থান]

মীর। সত্য বলেছ সমরু, কামান বন্দুকের আর কি প্রয়োজন ? শিবিরে যাও জিন্নত।

জিন্নত। তুমিও চল।

মীর। না। [নিম্ন স্বরে] আমি কি যেতে পারি জিন্নত! আমার এক একখানি বক্ষপঞ্জর চলে যাচ্ছে আমি কি যেতে পারি ?

[একদল সৈনিক চলিয়া গেল কেহ মীরকাশেমের প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিল না]

মীর। জানো জিন্নত, এদের আমি ভালবাসতাম, পুত্রের মত ভালবাসতাম। চলে গেল—সবাই চলে গেল!　　　[আস্গর খাঁর প্রবেশ]

উজীরের শিবিরে গিয়েছিলে আস্গর খাঁ ?

আস্গর। হ্যাঁ জনাব।

মীর। তুমি—তুমি কি নিয়ে যাবে, আমার শির? নাও আস্থর খাঁ—তাই নাও—এই মুণ্ডের দাম লক্ষ মুদ্রা।

আস্থর। জনাব।

মীর। কি? লজ্জা হচ্ছে? লজ্জার কি আছে। একের দুঃসময়—বয়ে আনে অনেকের সৌভাগ্য। তুমি কেন বাদ যাবে, নাও, অস্ত্র নাও—দুহাতে দু-টো মুণ্ড নিয়ে, ছুটে চলে যাও—ইনাম পাবে,-ই-না-ম।

আস্থর। জনাব, উজীর সাহেব বক্সার-প্রান্তরে সৈন্য সাজিয়েছেন, আপনি মুক্ত।

মীর। কি? কি বলছ তুমি, তুমিও কি পাগল হয়েছ আস্থর খাঁ? উজীর স্বজাদ্দৌলা যুদ্ধে নেমেছেন—আমি মুক্ত!

আস্থর। হ্যাঁ জাঁহাপনা, এইমাত্র আমি উজীরের শিবির থেকে আসছি। চলুন আমরা অযোধ্যায় যাই।

[কিছুক্ষণ পদচারণ করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন]

মীর। না না অযোধ্যা নয়—অযোধ্যা নয়, সেখানে সমরু আছে—সোলেমান আছে—মীরজাফর আছে। যদি যেতে হয়—সুদূর রোহিলাখণ্ডের পথে চলে যাও আস্থর খাঁ, রোহিলারা হয়তো আজো অতিথির সম্মান রাখে—আশ্রয় দেয়!

আস্থর। আপনি?

মীর। আমি যাবো—যেমন করে পারি, আমি যাবো। তবে—তোমরা আগে নিরাপদ হও। [আস্থর খাঁর প্রস্থান]

জিন্নত। না না, আমি কোথাও যাবো না প্রভু, তোমাকে একলা ফেলে—কোথাও আমি যেতে চাই না।

মীর। ভুল বুঝো না জিন্নত, স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডকেও মানুষ চেপে ধরে, আমিও মানুষ—আমার শেষ আশায় তুমি বাধা দিও না, একলা চলায় ভয় কি, একলাই ত সবাই চলে।

জিন্নত। প্রভু।

মীর। জিন্নত— জিন্নত মহল।

জিন্নত। আবার কবে দেখা হবে।

মীর। ঐ—উপর-ওয়ালা জানে জিন্নত।

জিন্নত। না প্রভু—আমি যাবো না—আমি যাবো না।

[পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন]

মীর। যাবে না? তা যাবে কেন? জানি জানি সব বুঝি—মীরজাফরের কন্যা কিনা?—মীরজাফরের কন্যা—মীরজাফরের কন্যা—

[মীরকাশেমের প্রস্থান আস্থর খাঁর প্রবেশ]

আস্থর। আর বিলম্ব করা উচিৎ নয় হুজুরাইন।

জিন্নত। চল আস্থর খাঁ। [উভয়ের প্রস্থান মীরকাশেমের পুনঃ প্রবেশ]

মীর। জিন্নত—জিন্নতমহল, নাঃ ডাকবনা—চলে যাক—চলে যাক বহু দূরে।

[জিন্নতের গমন পথের দিকে চাহিয়া] কাশেমআলীকে তুমি ক্ষমা করো প্রিয়া—ক্ষমা ক'রো প্রিয়তমে। —নিষ্ঠুর হতে হয়েছে,—নিষ্ঠুর করে তুলেছে— উপরের ঐ মেহেরবান আর নিচেকার— সব বেইমান—শয়তান—নিমকহারাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ।　　　　কক্ষ।

[রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় মীরজাফর, পার্শ্বে মণিবেগম।]

মীর। টাকা— —টাকা, হায় নবাবী! এর চেয়ে গোলামী ঢের ভালো—ঢের ভালো। মণিবেগম—পাঁচ লক্ষ টাকা কি এ জন্মে শোধ হবে না। পঁচিশ লক্ষ দিলাম যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে, তবু তবু ঋণের মাত্রা কমে না—তবু উৎপীড়ন—তবু চোখ রাঙানী। যে আসে—সেই চায় টাকা,

টাকা দাও—টাকা দাও। মীরকাশেম কি দুনিয়ার সব ইংরেজের ক্ষতি করে গেছে মণিবেগম ?

মণি। টাকার কথা এখন থাক জনাব।

মীর। সেই ভালো, ডুবতে যখন বসেছি তখন গভীরতায় ভয় কেন ? ওঃ এক ভুলের সংশোধন আছে—এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে—কিন্তু জীবনব্যাপী ভুল, জীবনব্যাপী পাপ—মহাপাপ, একি অমনি যাবে !

মণি। অতীতের চিন্তায় কি ফল জনাব।

মীর। ঠিক বলেছ—অতীত, অতীতে মিলিয়ে যাক, এখন শুধু জ্বলন্ত জীবন্ত বর্ত্তমান। উঃ জ্বলে গেল, সমস্ত দেহটায় যেন আগুণ ধরেছে। আঃ, এত দুর্গন্ধ কিসের !

মণি। কিছুই তো নেই জনাব।

মীর। নেই ? দেখ দেখ—ভাল করে দেখ, কি উৎকট গন্ধ। ও, বুঝেছি—আমার দুঃসময় দেখে আজ সরে পড়তে চাও, কেমন ? নাচনেওয়ালী ছিলে - বেগম করেছিলাম তার এই প্রতিদান। আঃ আঃ হাত দুখানায় কিসের দংশন। [হস্ত উত্তোলন]

মণি। দেখবেন না দেখবেন না জনাব।

মীর। কেন – কেন ? ও গলিত কুষ্ঠে আঙ্গুল সব খসে পড়েছে—না ? খসবে না—জীবনব্যাপী পাপের সহচর ছিল যে। আজ তারা নেই—আজ তারা নেই। এই হাতে ধরে ছিলাম "কোরাণ" আর এই হাতে—খরশাণ—তরবার ! [নিজামদ্দৌলার প্রবেশ]

মীর। কে ? নাজাম।

নিজাম। হ্যাঁ—পিতা।

মীর। কোথায় ছিলে এতক্ষণ।

নিজাম। কাশীমবাজার কুঠিতে।

মীর। সেখানে কি প্রয়োজন ছিল ?

নিজাম। (নিরুত্তর)

মীর। উত্তর দিচ্ছনা যে নাজাম। আবার কি ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে পুত্র ?

নিজাম। না পিতা।

মীর। তবে নিরুত্তর কেন ? আমি যাই হই—কিন্তু তোমার জন্মদাতা।

নিজাম। ইংরেজ কুঠিতে নবাব নির্ব্বাচন নিয়ে তর্ক আরম্ভ হয়েছে পিতা !

মীর। নাজাম, আমি কি মৃত—না জীবিত ? বেঁচে থাকতেই বিদেশী কুক্কুরের দল···আঃ জলে গেল—জলে গেল। ওঃ ওঃ [উঠিবার উপক্রম]

নিজাম। আপনি স্থির হন পিতা !

মীর। স্থির হব নাজাম, স্থির হবার কি উপায় আছে, আঃ। বেনিয়ার দল কাকে মসনদে বসাতে চায় জানো ?

নিজাম। না পিতা।

মীর। বেশ, আমারও জেনে কোন লাভ নেই। নাজাম ?

নিজাম। পিতা।

মীর। আমার একটি কথা রাখবে ?

নিজাম। বলুন।

মীর। আমায় একবার নিয়ে যাবে।

নিজাম। কোথায় ?

মীর। নবাব আলীবর্দ্দীর কবরে, অন্নদাতা—আলীবর্দ্দীর কবরখানায় আমি একবার গড়াগড়ি খাবো—মার্জ্জনা চাইব—শুধু মার্জ্জনা, আর কিছু নয়। না—না সেখানে যাবো না, সেখানে যাবার উপায় নেই—তামাম মুর্শিদাবাদের লোক ধিক্কার দেবে, শত সহস্র নগরবাসী ঘৃণায় উপহাস করে বলবে—ঐ ক্লাইবের গর্দ্দভ বেইমান মীরজাফর। না না সে পবিত্র স্থানে আমি যেতে পারিনা কোনদিন। [নন্দকুমারের প্রবেশ]

নন্দ। জাঁহাপনা।

মীর। কে, দেওয়ান নন্দকুমার।

নন্দ। কিরীটীশ্বরীর চরণামৃত গ্রহণ করুন।

মীর। না না—এ পাপ মুখে কিছু আর দেব না দেওয়ান।

নন্দ। পাপ পূণ্যের বিচারের মালিক একমাত্র ভগবান, মায়ের চরণামৃত পান করুন।

মীর। আচ্ছা, দাও—দাও। যদিও জানি ঐ পূতঃ পানীয় তীব্র তরল বিষ হয়ে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবে—তবুও দাও—তবু দাও ব্রাহ্মণ।

[নন্দকুমার পানীয় ঢালিয়া দিলেন]

মীর। আঃ—আঃ। জানো দেওয়ান, জীবনে একদিনও শান্তি পাইনি, জীবনভোর কেবল তঞ্চকতা আর প্রতারণা করে গেলাম।

নন্দ। এসব কথা এখন থাক জাঁহাপনা।

মীর। হ্যাঁ—সময়তো সংক্ষেপ হয়ে এসেছে কিনা? আচ্ছা—দেওয়ান মুর্শিদাবাদের লোক কি বলছে শুনেছ?

নন্দ। না জাঁহাপনা।

মীর। শুনেছ, কিন্তু বলতে পারছনা ব্রাহ্মণ। আমি কিন্তু এখান থেকেই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। শুধু মুর্শিদাবাদ কেন? তামাম বাংলার লোক—আজ বলছে—নবাবীর ফলভোগ করছে বেইমান মীরজাফর, বেইমান মীরজাফরের কুষ্ঠ হয়েছে—গলিত কুষ্ঠ! [ক্ষণকাল পরে] তুমিতো জানো দেওয়ান সেদিনের কথা—নবাব আলীবর্দী রোগ-শয্যায় শায়ী—সারা মুর্শিদাবাদ শোকে আচ্ছন্ন, কারুর মুখে হাসি নেই কথা নেই—হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর—সে কি আকুলতা—সে কি নীরব প্রার্থনা! আর আজ? মীরজাফর কালব্যাধিতে শয্যাশায়ী—তবুতো ভর্ৎসনার বিরাম নেই—। আলীবর্দী ছিল নবাব—আর আমি—? বেইমান। অথচ আমিও পারতাম—আমিও পারতাম!

অকস্মাৎ ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যা ত্যাগ করিয়া

এখনো পারি—এখনো পারি। একহাতে কোরাণ অন্যহাতে তরবারী —কোরাণ আর তরবারী—তরবারী আর কোরাণ।
কে—ওখানে দাঁড়িয়ে, উমিচাঁদ? বন্ধু উমিচাঁদ—কি বলছ তুমি? জাল—জাল সন্ধিপত্র—লাল অক্ষরে লেখা। না না না আত্মহত্যা মহাপাপ!

নন্দকুমার ও নিজামদৌলা নিকটবর্ত্তী হইলেন

একসঙ্গে। { জাঁহাপনা, জাঁহাপনা!
আব্বাজান আব্বাজান!

মীর। না না জাঁহাপনা নই—আব্বাজান নই, সিপাহসালার মীরজাফর—বেইমান মীরজাফর—। [মীরজাফর অতি কষ্টে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন]

মীর। দেখছ—দেখছ? গঙ্গার অতল-গহ্বরে কারা নিমজ্জিত হচ্ছে। ওঃ কি করুণভাবে চীৎকার করছে—কি করুণ! রায় দুর্লভ—জগৎশেঠ—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—নাঃ সবাই ডুবে গেল। ওরা কারা? কারা ছুটে আসে কাতারে কাতারে? পালাই—পালাই এখনি—কৈফিয়ৎ চাইবে, কৈফিয়ৎ—সোনার বাংলায় কেন অন্নাভাব, কেন মড়ক—কেন—কেন বিদেশীর এই অত্যাচার!

[মণি বেগম ও নিজামদ্দৌলা একপ্রকার জোর করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন]

মীর। সমস্ত প্রাসাদখানা কেঁপে উঠল কেন? মীরণ—মীরণ পুত্র! উঃ ঝলসে গেল—ঝলসে গেল—সব ঝলসে গেল।

[শয্যাবস্ত্রে দেহ আবৃত করিতে করিতে মীরজাফর নিম্নে পড়িয়া গেলেন নিজামদ্দৌলা ও নন্দকুমার নিকটবর্ত্তী হইলেন]

মীর। ক্ষমা কর হিন্দু—ক্ষমা কর মুসলমান, ক্ষমা কর বাংলা—ক্ষমা কর বাঙালী। বেইমান মীরজাফর—আজ ক্ষমা চাইছে, ক্ষমা—ক্ষমা বেইমানীর ক্ষমা, দেশ বিক্রয়ের ক্ষমা! কই কেউ নেই—কেউ নেই—ক্ষমা কর দীনদুনিয়ার মালেক—ক্ষমা—ক্ষ—মা　　[মৃত্যু]

নিজাম। আব্বাজান—আব্বাজান!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর, কালরাত্রি

পথিক গাহিয়া চলিয়াছে।

গীত

আঁধার ভেদিয়া উঠিছে কেবলি
মরণের খলহাসি।
মানুষেরে হায় ভুলেছে মানুষ
নিজ গৃহে পরবাসী।

কে কোথা গেল—কোথা বা হারালো,
শুধুই আঁধার—নাহি কোথা আলো,
হারায়ে সকলি—ফিরি যে আকুলি
খুঁজে মরি সব দিশি।

একটু আলো ধর ওগো ধর
পথরেখা দেখিবারে,
কে কোথা আছো দাও সাড়া দাও
শকতি পাই চলিবারে,
থর থর কাঁপে কলুষিত ধরা
এসোহে রুদ্র এসো এসো ত্বরা
আঘাত হানিতে চেতনা দানিতে
দাঁড়াও হে অবিনাশি।

চতুর্থ দৃশ্য

পুরাতন দিল্লী সন্নিহিত অরণ্যপ্রদেশ দূরে কুতুব মিনার।

কাল—অপরাহ্ন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বক্ষণ।

রোগজীর্ণ উন্মত্ত মীরকাশেমের প্রবেশ।

মীর। হাঃ হাঃ হাঃ—সাত—সাত—কেবল সাতের খেলা। মীরজাফর, রায়দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, ইয়ারলতিফ, মাণিকচাঁদ—

সাত—সাতজন শয়তানের শয়তানীতে, পলাশীর আম্রকানন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—ছাই হয়ে গেল।

কাটোয়া—গিরিয়া—মুর্শিদাবাদ—উধুয়া—মুঙ্গের—পাটনা—বক্সার, বাঃ—বারে সাতের ভেল্কি! সৈয়দ মহম্মদ—গর্গিন—সমরু—শেরআলী—মার্কার—আরাটুন—আরাবআলী, আবার সাতের ভেল্কি হাঃ হাঃ হাঃ

রাজ্য গেল, ঐশ্বর্য্য গেল, জিন্নত গেল—যা কিছু ছিল সব গেল—তবু তবু বেঁচে আছি! না না না মৃত্যু যেন না আসে—মৃত্যু যেন না আসে। অনেক কাজ—অনেক কাজ আছে—অনেক-অনেক—। সব মনে রেখেছি,—বিরহের স্মৃতির মত - প্রেমের জমাট অশ্রুর মত, সারা জীবন বইতে হবে—সাতের ইতিহাস। মৃত্যুর পর বেহেস্তে নিয়ে যাবো সব নথিপত্র—সেখানে—খোদাতালার দরবারে পেশ করবো আমার শেষ আরজি।　　[পরিভ্রমণ]

[অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া] ধোঁয়া—ধোঁয়া—চারিদিকে কেবল ধোঁয়া—কেবল ধোঁয়া! এই কে আছিস—কে আছিস? [আসুরখাঁর প্রবেশ]

আ। জনাব।

মীর। আসুর খাঁ, ধোঁয়া দেখছ—ধোঁয়া?

আ। কই—না।

মীর। না—? দেখতে পাচ্ছনা বেকুব! বাংলার দীপ নিভে গেছে—তাই ধোঁয়ায় চতুর্দ্দিক ছেয়ে গেল—। বাংলার অন্ধকারে বেহার গেল—অযোধ্যা গেল।

ছুটে পালাচ্ছি—তবু ধোঁয়া পিছু ছাড়ে না এখানেও সেই ধোঁয়া। আলো—আলো—আলো জ্বালো, বিবাহ বাসরের মত রোসনাই জ্বেলে আলোকিত কর তামাম হিন্দুস্থান। যা—যা দূরে যা শয়তান, আমি মীরকাশেম—নবাব মীরকাশেম, তবুতো যায়না——তবুতো যায় না!　　[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান]

আম্বর। আল্লা—এ তোমার কোন বিচার—এ তোমার কোন বিধান ? কেবল আঘাত হেনেই চলেছ ! রাতের পর দিন—দিনের শেষে রাত্রি —এইতো দুনিয়ার ধারা। তোমার কানুনের ব্যতিক্রম কি—নবাব মীরকাশেম ? নবাবের বেলায় কেবল রাত্রি—কেবল রাত্রি—এতটুকুও আলোর আশা নেই। যদি তোমার দেখা পেতাম—তবে—তোমার চোখ দুটো আঙ্গুল দিয়ে কানা করে বলতাম—এ তোমার বিচারের নামে এক তরফা অবিচারের শাস্তি। উপায় নেই—উপায় নেই। হায় নসিব—হায় নবাব মীরকাশেম ! [মীরকাশেমের পুনঃ প্রবেশ]

মীর। হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে,হবেনা ? এত পাপ কি প্রকৃতি সইতে পারে ? বাঃ কেমন মজা। জুলুম জবরদস্তি স্বৈরাচারে—বাংলার প্রতিটি গ্রামে নগরে—ঝরছে তপ্ত রক্তস্রোত—তপ্ত রক্তস্রোত। অন্তহীন অনাচারে কাঁদছে বাংলা। কাঁদো—কাঁদো, আরো জোরে—আরো করুণভাবে—বুকফাটা চিৎকার সমস্ত বিশ্বকে স্তম্ভিত করে কাঁদো, কাঁদো আর্ত্ত-বাংলার নর-নারী, কাঁদো হিন্দু—কাঁদো মুশলমান।

না-না আমি যাবো না, একা আমি কি করতে পারি বলতে পার ? বাংলার বায়ুরাশি দূষিত হয়ে উঠেছে—একলা আমি কি করতে পারি। [উপরে চাহিয়া] দাও—দাও একটা প্রবল ঝঞ্ঝা, এই পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প দূরীভূত করে দাও। না—এখন নয়—এখন নয়, ফলভোগ করুক বাঙালী—তার কৃতকর্ম্মের, ফলভোগ করুক বাঙালী মহাপাপের।

হ্যাঁ—যাবো, যাবো সেইদিন—যেদিন—দুস্থ দুর্গত বাঙালী বজ্রনির্ঘোষে বলবে—আমরা মানুষ—আমরা মানুষের মত বাঁচবার অধিকার চাই। সেদিন যাবো—সেদিন যাবো আজ আমার বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত আরামে—পরম বিশ্রাম। [শুইয়া পড়িলেন]

আম্বর। জাঁহাপনা।

মীরকাশেম [নিরুত্তর]

আশুর। জাঁহাপনা। [অকস্মাৎ মীরকাশেম উঠিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

মীর। এই কে আছিস আলী-ইব্রাহিম। [আশুর খাঁকে দেখিয়া] ইব্রাহিম সৈন্য সজ্জিত কর নিজে যুদ্ধে যাবো। তবু নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে—তবে – তুমিও আলী ইব্রাহিম।

আশুর। জনাব।

মীর। কে তুমি ও মহম্মদ আশুর?

আশুর। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

[মীরকাশেম কিয়ৎকাল আশুরের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]

মীর। বাংলার বেগমসাহেবা ভাল আছেন আশুর খাঁ?

আশুর। হ্যাঁ জনাব।

মীর। আমার পুত্র "বাহার" আধফোটা গোলাপের মত সুন্দর "গুলবদন"

আশুর। তাঁরাও ভাল আছেন জনাব।

মীর। তিনজনকে কি একই কবরে রেখেছ আশুর খাঁ? মাটি বেশ ভাল করে খনন করেছিলে তো শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে না।

আশুর। [নিরুত্তর]

মীর। সব জানি—সব জানি। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যাই।

আশুর। কুটীরে চলুন জনাব, এখানে বিপদ ঘটতে পারে।

মীর। কেন আশুর খাঁ, আজতো আমি ফকির।

আশুর। তবু ঐ মস্তকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা—জাঁহাপনা।

মীর। কোম্পানীর ঘোষণা!

আশুর। হ্যাঁ—জনাব।

মীর। না—কুটীরে নয়, সেখানে আর যাব না। তুমি একটু জল দিতে পার বন্ধু—বড় পিপাসা।

আশুর। আমি আসছি জনাব। (প্রস্থান)

[কিছুক্ষণ পর মীরকাশেম সহসা চিৎকার করিয়া উঠিলেন]

মীর। বেইমান—বেইমান, বাংলার সবাই বেইমান। হিন্দু বেইমানীতে জেলেছে শ্মশানের আগুণ—মুশলমান খনন করেছে কবর। দুই সমান ভণ্ড—সমান শয়তান—সমান বেইমান, বাংলার হিন্দু আর মুশলমান। শাস্তি—এদের শাস্তি, এমন শাস্তি দেব—যাতে বেইমানীর নামে লোকে শিউরে উঠবে—ভয়ে আতঙ্কে হাত-পা অসাড় হয়ে যাবে। এমন শাস্তি দেব বেকুফদের। [পরিভ্রমণ, সহসা অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া]

আকাশ লাল - বনস্থলী লাল, কুতুব মিনারের উপর সেই রক্তনিশান—যে নিশান পলাশী উধুয়ার নীলাকাশকে লাল—লাল করে তুলেছে। লাল - লাল—শুধু লাল—মানুষের রক্তের মত লাল।

[পরিভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।]

কে আসে! চোরের মত নিঃশব্দে? গোলাম—গোলাম! লক্ষমুদ্রার বিনিময়ে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যাবে, লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে—, না-না, তা হ'তে পারে না—তা হ'তে পারে না—

[নেপথ্যের প্রতি চাহিয়া বক্ষে ছুরিকাঘাত, দুই হাতে রক্ত মাখিয়া]

লাল—লাল - শুধু লাল—শুধু লাল! [আস্থর খাঁর প্রবেশ]

আস্থর। হায় জনাব! একি করলেন একি করলেন!

মীর। চুপ—চুপ, বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি—বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি বাংলার কলঙ্ক—বাঙালীর কালিমা। হাত ধরে নিয়ে চল জিন্নত—যেখানে মীরজাফর নেই—জগৎ শেঠ নেই - বেইমানী নেই—চক্রান্ত নেই—নিয়ে চল - হাত ধরে নিয়ে চল—সেই দেশে—।

[পতনোন্মুখ মীরকাশেমকে আস্থর খাঁ মাটির উপর শোয়াইয়া দিলেন]

অন্ধকার ভেদ করে—এ কি আ লো! এ কি জ্যো তি......খো দা... মে হে র বা ন খো দা...তা লা। [মৃত্যু]

আস্থর। "ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাহিএ রাজেউন।"

[আস্থর খাঁ শিরস্ত্রান খুলিয়া মৃতদেহ আবৃত করিলেন]

আস্থর। প্রভু, বাংলা বেহার উড়িষ্যার অধিপতি।

[আস্থর খাঁর সম্মান নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামিয়া আসিল]

যবনিকা